জমীদার দর্পণ।

নাটক।

শ্রীমীর মশার্‌রাফ হোসেন কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা।

সিমুলীয়া ২০১ নং করন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট

মধ্যস্থ-যন্ত্রে

শ্রীরামসর্ব্বস্ব চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

১২৭৯ বঙ্গাব্দা।

উপহার।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মীর মাহাম্মদ অলী
সাহেব পূজ্যপাদেষু।

আর্য্য!

আপনি আমাদের বংশের উজ্জ্বল মনি বিশেষ। আমাকে বাল্যকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেছেন। সামান্য উপহার স্বরূপ, আজ্ঞাবহ কিঙ্করের ন্যায় জমীদার দর্পণ সম্মুখে ধারণ করিতেছি। একবার কটাক্ষপাত করিয়া যত্নে রক্ষা করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। অনেক শত্রু দর্পণ খানি ভগ্ন করিতে প্রস্তুত হইতেছে।

আজ্ঞাবহ

শ্রী মীর মশার্‌রাফ হোসেন।

পাঠকগণ সমীপে নিবেদন।

নিরপেক্ষ ভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভাল মন্দ বিচার করা যায়, পরের মুখে তত ভাল হয় না। জমীদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয় স্বজন সকলেই জমীদার, সুতরাং জমীদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না। আপন মুখ আপনি দেখিলেই হইতে পারে। সেই বিবেচনায় " জমীদার-দর্পণ " সম্মুখে ধারণ করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয় মুখ দেখিয়া ভাল মন্দ বিচার করিবেন।

অনুগত

শ্রী মীর মশার্‌রাফ হোসেন।

কুষ্ঠীয়া, লাহিনী পাড়া।
সন ১২৭৯ সাল, চৈত্র।

নাটকোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

হায়ওয়ান আলী	জমীদার।
সিরাজ আলী	জমীদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
আবু মোল্লা	অধীনস্থ প্রজা।
জামাল প্রভৃতি	জমীদারের চাকরগণ।
জিতু মোল্লা হরিদাস	সাক্ষীদ্বয়।
আরজান বেপারী	জুরি।

নট, সূত্রধর, মোসাহেব চারিজন, জজ, মাজিষ্টার, বারিষ্টার, ডাক্তার সাহেব, ইন্‌স্পেক্টর, কোর্ট-সব্‌ইন্‌স্পেক্টর, উকীল, মোক্তার, পেস্কার, কনষ্টেবল, চাপা, আরদালী, দর্শকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

নুরন্নেহার	আবু মোল্লার স্ত্রী।
আমিরণ	আবু মোল্লার ভগ্নী।
কৃষ্ণমণি	বৈষ্ণবী।
নটী।	

জমীদার দর্পণ।

নাটক।

প্রস্তাবনা।

(সূত্রধারের প্রবেশ।)

সূত্র। (পাদ চারণ করিতে করিতে)

হা ধর্ম্ম ! তোমার ধর্ম্ম লুকাল ভারতে ;
জমীদার অত্যাচারে ডুবিলে কলঙ্কে !
পাতকীর কর্ম্ম দোষে হলে পাপভাগী,
পাপীরা ধনের মদে না মানে তোমার—
না মানে যেমন বাঁধ স্রোতস্বতী নদী,
দ্রুত বেগে চলে যায়, ভাঙ্গিয়া দু কূল।
রাজ-প্রতিনিধি রূপী মধ্যবর্ত্তী সম,
জমীদার ! রাজ-রূপে পালক প্রজার,
সর্ব্ব নর ধন প্রাণ মান রক্ষাকারী।
সেই হেতু রাজবিধি দিয়াছে পদবী।
রবি যথা নিজ রশ্মি বিতরি শশীরে
করেন শীতল করে ভুবন শীতল.

সে পদবীহীন পদে শোষিছে মেদিনী,
শোষে যথা চৈত্রমাসে খর প্রভাকর,
নদ নদী জলাশয় খরতর করে।'
কি কুদিনে আজি আমি প্রবেশি এদেশে,
স্মরিয়ে বিদরে বুক নিকলে নিশ্বাসে—
ঘন শ্বাসে দহে প্রাণ জ্বলন্ত আগুন,
তুষানলে জ্বলে যথা ঢাকা হুতাশন—
ধিক্ ধিক্ গুমে গুমে না হয় প্রকাশ—
সেইরূপ দহিতেছে আমার অন্তর।

(নটের প্রবেশ)

নট। একা একা পাগলের মত কি ব'ল্‌ছেন ?

সূত্র। কেন ? অন্যায় কি ব'লেছি, সত্য ব'ল্‌তে ভয় কি ?

নট। আমি সত্য অসত্যর কথা ব'ল্‌ছিনে, ভয়ের কথাও ব'ল্‌ছিনে। বলি কথাটা কি ?

সূত্র। কথা এমন কিছু নয়। কলিকালে প্রজারা মহা সুখে আছে। কলিরাজও প্রজার সুখ-চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যস্ত; কিসে প্রজার হিত হবে, কিসে সুখে থাক্‌বে, এরি সন্ধান ক'র্চ্ছেন। কিন্তু চক্ষের আড়ালে দুর্ব্বলের প্রতি সবলেরা যে কত অত্যাচার, কত দৌরাত্ম্য ক'র্চ্ছে তার খোঁজ খবর নেই।

নট। কেন এ আপনার নিতান্তই ভুল। রাজার নিকট সবল দুর্ব্বল, ছোট বড়, ধনী নির্ধনী, সুখী দুঃখী, সকলি সমান। সকলি সম স্নেহের পাত্র। সকলের প্রতিই সমান দয়া। আজ্ কাল্ আবার দীন দুঃখীদের প্রতিই বেশী টান্।

সূত্র। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধে) আচ্ছা মফস্বলে এক রকম জানওয়ার আছে জানেন? তারা কেউ কেউ সহরেও বাস করে, সহরে কুকুর কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর! সহরে তাদের কেউ চেনে না; মফস্বলে দোহাই ফেরে। সহরে কেউ কেউ জানে যে এ জানওয়ার বড় শান্ত—বড় ধীর, বড় নম্র; হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফস্বলে শ্যাল, কুকুর, শূকর, গরু পর্য্যন্ত পার পায় না! ব'ল্‌ব কি, জানওয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।

নট। কি কথাই ব'ল্লেন, বাঘ বুঝি আর জানওয়ার নয়?

সূত্র। আপনি বুঝ্‌তে পারেন নাই। এ জানওয়ারদের চারখানা পাও নাই—লেজও নাই। এরা খাসা পোসাক পরে, দিব্বি সরু চেলের ভাত খায়। সাড়ে তিনহাত পুরু গদীতে বসে, খোসামোদে কুকুরেরাও গদীর আশেপাশে ল্যাজ গুড়িয়ে ঘিরে বসে থাকে। কিছুরই অভাব নাই, যা মনে হ'চ্ছে তাই ক'র্চ্ছে। বিনা পরি-

শ্রমে সচ্ছন্দে মনের সুখে কাল কাটাচ্ছে। জানওয়ারেরা অপমান ভয়ে নিজে কোন কার্য্যই করে না। ভগবান তাদের হাত পা দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে সকলি অকেজো। দিব্বি পা আছে অথচ হাঁট্‌বার শক্তি নাই। দেখ্‌তে খাসা হাত, কিন্তু খাদ্য সামগ্রী হাতে ক'রে মুখে তুলতেও কষ্ট হয়। কি করে? আহারের সামগ্রী প্রায় চাকরেই চিবিয়ে দেয়! এরা আবার দুই দল।

নট। দল আবার কেমন?

সূত্র। যেমন হিন্দু আর মুসলমান।

নট। ঠিক বলেছ। ঐ দলের এক জানওয়ার যে কি কুকাণ্ড করেছিল, সে কথা মনে হলে এখনও পিলে চ'ম্‌কে যায়—এখনও চক্ষে জল এসে পড়ে। উঃ কি ভয়ানক!!

সূত্র। এখন পথে এস। আমিও তাই বল্‌ছি।

নট। থাক্‌ ও সকল কথা আর ব'লে কাজ নাই, কি জানি।—

সূত্র। কেন বল'ব না? আপনিতো বলেছিলেন যদি কোনো দিন ভগবান দিন দেন, তবে মনের কথা ব'ল্‌বো। আজ্‌ আমাদের সেই শুভ দিন হয়েছে।

নট। কি ক'রে?

সূত্র। একবার ওদিকে চেয়ে দেখুন না?

নট। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া) তবে আমাদের আজ্‌ পরম ভাগ্য।

সূত্র। আর বিলম্বে কাজ নাই। আমাদের চির-মনো-সাধ আজ পূর্ণ ক'র্‌বো। যত কথা মনে আছে সকলি ব'ল্‌বো। এমন দিন আর হবে না। কপালে যা থাকে জানওয়ারদের এক দলের নক্‌সা এই রঙ্গ-ভূমিতে উপ-স্থিত ক'র্ত্তেই হবে।

নট। তাই তো ভাব্‌ছি, কোন্ নক্‌সা অবিকল কে তুলেছে সেইটি ভাল ক'রে বেছে নিতে হবে?

সূত্র। আপনি শুনেন নাই "জমীদার দর্পণ নাটকে" যে নক্‌সাটি এঁকেছে, তার কিছুই সাজানো নয়, অবিকল ছবি তুলেছে!

নট। তবে আর কথা নাই, আসুন তারই যোগাড় করা যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পুষ্পাঞ্চলে করিয়া নটীর প্রবেশ।)

নটী। বেস, ইনি তো মন্দ নন্। আমায় ডেকে আবার কোথায় গেলেন? পুরুষের মন পাওয়া ভার। নারী জাত্‌কে ঠকাতে পাল্লে আর কসুর নেই। তা যাক্ আমি আর খুঁজে বেড়াতে পারিনে। এই অবসরে মালাটা গেঁথে নেই।

(উপবেশন এবং মালা গাঁথিতে গাঁথিতে সঙ্গীত)

রাগিণী মল্লার—তাল আড়া।

পাষাণ সমান প্রাণ পুরুষ নিদয় অতি।
মনে এক মুখে আর—ভিন্ন-ভাব অন্যমতি॥
কত কথার কত ছলে, রমণীরে কত ছলে,
হাসি হাসি কত বোল বলে, মজায় অবলা জাতি॥
নিত্য নব রসে মন, বসে মন আকিঞ্চন,
দ্বিপদ ষট্‌পদ গুণ, কি হবে এদের গতি॥

এই মালা নিয়ে আজ্ আমোদ ক'র্‌বো।

(নটের প্রবেশ।)

নট। প্রিয়ে! সকলই তো বলেছি, আর ওদিকেও সকল যোগাড় করে এলুম। এখন আর বিলম্ব কি; আর কথাই বা কি?

নটী। না, আমার আর কোনো কথা নাই, আপনি যা মানস করেছেন, আমি কি আর তাতে কোন বাধা দেই? দেখুন আমি মনের সাধে এই মালা ছড়াটী গেঁথেছি, এই হাতে ঐ গলে পবাব ব'লে বড় ইচ্ছা হচ্ছে।

নট। (সহাস্যে) একবার তো পরিয়েছ, আবার কেন?

নটী। (মৃদুহাস্যে) এও এক সুখ!

নট। প্রিয়ে! মালা তো পরালে এখন একটী গান গাও।

নটী। আর কি গান গাইব? মনের কথাই বলি, কিন্তু আপনি না ব'ল্লে আমি ব'ল্‌বো না।

নট। তাতে আর ক্ষতি কি?

উভয়ের সঙ্গীত।

লক্ষ্ণৌয়ের সুর—তাল কাওয়ালি।

মরি দুর্ব্বল প্রজার পরে অত্যাচার।
কত জনে করে করে জমীদার॥
তারা জানে মনে, জমীদার বিনে,
নাহি অন্য কেহ দুঃখ শুনিবার।
প্রজা কত সহে, কিছু নাহি কহে,
মনে ভাবে এর নাহি উপায় আর॥
জমীদার ধরে, জরিবানা করে,
মনো সাধ পুরে, নাশিছে প্রজার।
শুন সভ্যজন, করিয়ে মনন,
দেখাইব আজি অভিনয় তার॥

(উভয়ের প্রস্থান।)

পটক্ষেপণ।

———

(নেপথ্যে সঙ্গীত।)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

ওরে প্রাণ মিলন সলিল কর দান।
যায় যায় যায় প্রাণ, ওষ্ঠাগত হলো প্রাণ,
বিনে প্রেম-বারি পান।
মন প্রাণ সব সঁপেছি হেরে ও বয়ান,
তবে কেন হেন জনে হান প্রিয়ে বিষ বাণ?

জমীদার-দর্পণ

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কোশলপুর।

হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা।

(হায়ওয়ান আলী ও প্রথম মোসাহেব আসীন।)

হায়। দেখেছো ?

প্র, মো। হুজুর দেখেছি।

হায়। কেমন্ ?

প্র, মো। সে কি আর ব'ল্‌তে হয়, অমন্ আর দুটী নাই !

হায়। কিন্তু ভারি চালাক্, কিছুতেই প'ড়্‌ছে না !

প্র, মো। (সহাস্যে) সে কি ? সামান্য স্ত্রী লোক কিছুতেই পড়েনা !

হায়। তোমরা বোধ কর সামান্য ; কিন্তু যতদূর আমি বেড়িয়ে চেড়িয়ে দেখিছি, স্বভাব চরিত্র যতদূর জেনেছি, তাতে বোধ হয় সেটী অসামান্য !

প্র, মো। অন্য লোভ কিছু দেখিয়েছেন ?

হায়। টাকার লোভ দেখিয়েছি, কত গওনার লোভ দেখিয়েছি, কিছুতেই ভোলে না।

প্র, মো। ওর স্বামীও তো এমন্ সুশ্রী পুরুষ নয়, যে, তাতেই ভুলে রয়েছে।

হায়। না, তাই বা কি ক'রে ? আবু মোল্লা নব কার্ত্তিক ! বিধির নির্ব্বন্ধ দেখ, চাষার হাতে গোলাপ্ ফুল, একি প্রাণে সয় ?

" হায় বিধি ! পাকা আম দাঁড়্ কাকে খায় !"

প্র, মো। (ক্রোধে) কি আর ব'ল্‌বো ! যদি আমার হাতে প'ড়্‌তো তবে দেখ্‌তে পেতেন কি কৌশলে হাত কর্ত্তুম্। সুদ্ধু টাকাতেও হয় না, কথাতেও হয় না, পায়ে ধ'ল্লেও হয় না, হওয়ার আরও উপায় আছে ; এক দিন——

হায়। আমি যে না বুঝি তা নয়। যে কাজ তাতো জান্তেই পাচ্ছো। তায় যদি আবার বলপূর্ব্বক করা হয়,

সে আরও অন্যায়। অর্থের লোভ দেখিয়ে কি অন্য কোনো কৌশলে হ'লে সকল দিগেই বজায় থাকে। আমি আজ্ মনে মনে যে কারিকুরি এঁচেছি, সেটী পরক্ ক'রে দেখে যদি না হয়, শেষে অন্য উপায়——

প্র, মো। কি এঁচেছেন হুজুর ?

হায়। একটা ভাণ ক'রে মোল্লাকে ধ'রে আনা যাক্। এদিকে একটু নরম্ গরম্ আরম্ভ ক'রে ওদিকে কৃষ্ণমণিকে পাঠিয়ে দিই। সে গিয়ে বলুক্ যে তুমি যদি আজ্ সন্ধ্যার পর একবার বৈঠকখানায় গে দেখা কর, সব গোল চুকে যায়।

প্র, মো। বেস যুক্তি হয়েছে হুজুর, বেস্ যুক্তি হয়েছে ! এখনই চা'র্ পাঁচ্ জন সর্দ্দার পাঠিয়ে মোল্লাকে ধ'রে আনা যাক্, তা হ'লে আজ্ রাত্রেই—

হায়। আজ্ রাত্রেই ?

প্র, মো। রাত্রেই—এখনি—

হায়। যে দিন্ তারে দেখিছি, সেই দিন্ হ'তেই সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান,—যেন উন্মত্ত ! (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) ওরে জামাল !

(সর্দ্দার বেশ, জামালের প্রবেশ)

জামা। (সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান) হুজুর—

হায়। আর সকলে কোথায় ?

জামা। (যোড়হস্ত) সকলেই দেউড়িতে হুজুর।

হায়। পাঁচ আদ্‌মি যাও, আবুকো পাকড়্ লাও, আবি লাও।

জামা। যো হুকুম।

[সেলাম করিয়া প্রস্থান।

হায়। দেখা যাক্, ফাঁদ তো পাৎলেম! এখন কি হয়; যদি এতেও বিফল হয়, তবে যা মনে আছে তাই! (মৃদুস্বরে) সাবেক আমল হ'লে কোন্ দিন কাজ শেষ ক'রে দিতুম। তা কি ব'ল্‌বো, এখনকার আইন খারাপ; মনের দুঃখ মনেই রয়ে গেল; তা দেখি যদি এতেও না হয়, তবে———

প্র, মো। বোধ হয় এই বারেই হবে, আর অন্য চেষ্টা ক'র্ত্তে হবে না, এই বারেই হবে।

হায়। কৈ তা হয়? ক মাস হলো কত চেষ্টা করিছি, কত হাঁটা হাঁটি করিছি, কৈ কিছুই তো হয় না! (দীর্ঘ-নিশ্বাস)

প্র, মো। অধঃপাতে গেছেন! আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষের মতন তেজ থাক্‌লে এত দিন কবে হয়ে যেত!

হায়। ওহে আমাদের তেজ না আছে এমন নয়, আমরা যে কিছু না ক'র্ত্তে পারি তাও নয়, তবে সে এককাল ছিল, এখন ইংরেজী আইন, বিষ-দাঁত ভাঙ্গা!

প্র, মো। সে রোজাও এদেশে নাই।

হায়। এক রকম সত্য বটে, আগে আগে আমরা

মপস্বলে কত কি করিছি, কার সাধ্য যে মাথা তুলে একটা কথা বলে ? এখন পায় পায় জেলা—পায় পায় মহুকুমা, কোণের বউ পর্য্যন্ত আইন আদালতের খবর রাখে, হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুইটী, আর কমান লর মার্ প্যাঁচ্ বোঝে।

প্র. মো। হুজুর যে ফন্দি এঁচেছেন, এতেই সব কাজ সিদ্ধ হবে এখন—

(নেপথ্যে আজান্ দান নমাজ পড়িবার পূর্ব্বে কর্ণ কুহরে অঙ্গুলী দিয়া উচ্চৈস্বরে)

"আল্লা হো আক্‌বার, আল্লা হো আক্‌বার, আল্লা হো আক্‌বার, আল্লা হো আক্‌বার। আস্‌হাদো আন্‌লা এলাহা এল্‌লেল্লা, আস্‌হাদো আন্‌লা এলাহা এল্‌লেল্লা। আসহাদ আন্না, মহামদ্দার রছুলল্লা, আসহাদ আন্না মহামদ্দার রছুলল্লা। হাইয়ে আলাস্ সলা, হাইয়ে আলাস্ সলা। হাইয়ে আলাল ফলা, হাইয়ে আলাল ফলা।

আল্লা হো আক্‌বার, আল্লা হো আক্‌বার। লা এলা হা এল্‌লেল্‌লা।"

হায়। নমাজের সময় হয়েছে, চল নমাজ্ প'ড়ে আসি। ততক্ষণ হারামজাদাকে ধ'রে আনুক। (গাত্রোত্থান)

[উভয়ের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ।)

(নেপথ্যে গান।)

রাগিণী সিন্ধু—তাল জৎ।

কুবাসনা যার মনে, তার উপাসনা কি?
মনে এক, মুখে স্বধু হরি ব'লে ফল কি?
মধু-মাখা-বোল মুখে, গরল রয়েছে বুকে,
হেন ছদ্ম-বেশী তার অধৰ্ম্মেতে ভয় কি?
সতীর সতীত্ব ধন, হরিবারে করে পণ,
মুখে বিভু-পদে মন, এদের, অন্তঃকালে হবে কি?

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আবু মোল্লার বাহির বাটীর ঘর।

(সর্দ্দারগণ-বেষ্টিত দণ্ডায়মান আবুমোল্লা।)

আবু। (কাতরস্বরে পাট জড়াইতে জড়াইতে) আপনারা বসুন্, চাদর খানা নিয়ে আসি; মনিব ডেকে ছেন, না গিয়ে বাঁচ্‌তে পারি?

জামা। নেওয়াতী রাখ্, রাখ্ তোর নেওয়াতী রাখ্,

মান রাখ্‌তে পারিস্‌ একটু দাঁড়াই। নৈলে চল্‌ (গলা-ধাক্কা)

আবু। (সক্রন্দনে) দোহাই আপনাদের, চাদর খানা আনি। আমি কোমর খোলাই দিচ্ছি, অপমান ক'রোনা!

জামা। রাখ্‌ তোর চাদর, দিবি তো দে আগে দে।

আবু। কিঞ্চিৎ কোমর খোলাই দিচ্ছি।

জামা। দিচ্ছি কি? ক টাকা দিবি? আগে টাকা আন্‌, তবে ব'স্‌বো, তোর কথায় ব'স্‌বো? তেরা বাৎ সে বায়ঠেগা? চল্‌। (গলাধাক্কা)

আবু। দিচ্ছি, এখনই দিচ্ছি।

জামা। আন্‌ পাঁচ জনার কোমর খোলাই পাঁচ টাকা আন্‌, ব'স্‌ছি। তা না দিস্‌, ঘাড়ে হাত দিয়ে কান্‌ ম'ল্‌তে ম'ল্‌তে কাছারি মুখো ক'র্‌বো। (ঘাড় ধারণ)

আবু। দোহাই খাঁ সাহেবের, আমায় বে ইজ্জত ক'র্বেন না, আমি কোমর খোলাই টাকা দিচ্ছি।

জামা। টাকা দিচ্ছি দিচ্ছি তো কত বারই ব'ল্লি, টাকা আন্‌ না।

আবু। আমি নিতান্ত গরিব (কোঁচার মুড়া হইতে এক টাকা এবং কাছার মুড়া হইতে এক টাকা, এই দুই টাকা লইয়া) আপনাদের পান্‌ খাবার জন্য এই দুটী টাকা।

জামা। (মোল্লার হাতে সজোরে আঘাত করিয়া টাকা ভূমিতে নিক্ষেপ) বেটা কি টাকা দেনে আলা! আমরা ভিক্ষা ক'র্ত্তে এইছি? তুটো টাকা নেব? চল্ (ঘাড়ে হাত দিয়ে পাক দেওন এবং পৃষ্ঠে চারি পাঁচ টা মুষ্টি প্রহার)

আবু। দোহাই প্যায়দা সাহেব, আমি তাই দিচ্ছি. তাই দিচ্ছি!

(নেপথ্যে—(অন্তঃরাল হইতে স্ত্রীলোকের হস্তে তিন টাকা) ন্যাও আর কি ক'র্ব্বে, যা কপালে ছিল তাই হলো।)

আবু। (হাত বাড়াইয়া ক্ষণকাল পরে) নেন এই পাঁচ টাকাই নেন।

জামা। (টাকা হাতে করিয়া উপবেশন এবং সঙ্গীগণ প্রতি) ব'সো হে ব'সো।

আবু। (তামাকু সাজিতে সাজিতে) আমিতো কোন অপরাধ করিনি, তবে এত জুলুম কেন? (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) সকলই আমার নসীবের দোষ, আমি কোন কথার মধ্যে যাইনে, কোন হের ফের বুঝিনে, (টিকায় ফুঁ দেওন) কেউ চড়া কথা ব'ল্লে কি দু ঘা মা'ল্লেও পাঠে সই। দোষ ক'ল্লেই সাজা হয়, তবে যখন সাচ্চা আছি—তখন—সকলি নসিবের——(ডাবাহুঁকায় কলিকা চড়াইয়া দান) একালে যে যত সোজা হয়ে থাকে তার পাছে কাটি দিতে কেউ রেয়াত করে না। আমি ভাল জানিনে,

মন্দ জানিনে, আমার ওপর পাঁচজন প্যায়দা! বাবা! কাকের ওপর কামানের আওয়াজ! (গাত্রোত্থান এবং যোড়করে পশ্চিমদিগে ফিরিয়া) এ আল্লা তুই জানিস! আমি কার মন্দ করিনি, হাকিমেরই বা কি করেছি যে হকনাহক যাচ্ছেন? মাটীর হাকিমের কু-নজরে প'লে কি আর বাঁচা যায়? কথায় বলে "রাজা বাদী, উত্তর না দি" আপনারা বস্থন আমি চাদর খানা নিয়ে আসি।

জামা। না, তা কখনই হবে না—এই ভাবেই কাছারি নেযাব, যেমন আছ তেমনিই চল, হুকুম মত কাজ ক'র্ত্তে হয়, এতো তোমার আমার ঘরাও কথা নয়, হুজ্রের যে রাগ, তাতে যে কি হবে তিনিই জানেন আর খোদা জানেন!

আবু। এমন ঘা'ট্ আমি কি করেছি? আপনারা কিছু শুনেছেন?

জামা। আমরা তার কি শুন্‌বো? গেলেই শুন্‌বে। চল। (সকলের গাত্রোত্থান)

আবু। তবে চল কপালে যা থাকে তাই হবে!

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

(নেপথ্যে গান।)

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

সুখী বলে কোন্ জন ?
অধীনতা পাশে বাঁধা যাদেরি চরণ॥
ক্ষমতা হলোনা আর, করি পদ অগ্রসর,
দেখে আসি একবার, প্রেয়সী বদন॥
দুজন দু হাত ধ'রে, লয়ে যায় জোর ক'রে,
কেহ মিছে রোষ ভরে, মারে অকারণ।
দেখিলে চক্ষেরি পরে, কেমন প্রভুত্ব করে,
আনিতে দিলনা মোরে আমারি বসন॥

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা।

(হায়ওয়ান আলীর মোসাহেবদিগের সহিত তাস-ক্রীড়া।
হায়ওয়ান আলী ও প্রথম মোসাহেব এক দিকে।
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মোসাহেব অপর দিকে।)

হায়। (তাস দেখিতে দেখিতে) বিন্তি পাই?

দ্বি, মো। কি বড়?

হায়। বিবী বড়।

দ্বি, মো। প্রত্যেক হাতেই যে বিবী বড়? আপনার নিকটে বিবীর বড় বাড়াবাড়ি দেখ্‌তে পাচ্ছি! বিবী যে আর ছাড়ে না!

হায়। বিবী ছাড়ে বৈ কি, সাএবই ছাড়ে না! খলনা। দেখুন দেখি সেই বিবীর জন্যে কত খানা হয়ে আছে, কৈ একবারও সাএবের পানে ফিরেও তাকায় না! রঙের দশ আমার।

দ্বি, মো। আপনি তাকে যথার্থ ভাল বেসে থাকেন, সেও ভাল বাস্‌বে; এতো চিরকালই আছে, মনে মনে যে যাকে ভাল বাসে সেও তাকে ভাল বাসে।

হায়। সে যথার্থ, কিন্তু আমার ভাই কিছুতেই বি-

শ্বাস হয় না। যার জন্যে একবারে আহার নিদ্রা ত্যাগ, পূর্ব্বে যে বড় ভালবাসার ছিল, তাকেও আর দেখ্‌তে ইচ্ছে করে না। ব'ল্‌বো কি, জিয়ন্তে মরার যাতনা ভোগ ক'র্চ্ছি। অদৃষ্টের এমন দোষ যে সে আমার নামও শুন্তে পারেনা! কাবার বিস্তি।

দ্বি, মো। (তৃতীয় মোসাহেবের প্রতি) দেখে খেলহে দেখে খেল। গোচ বড় ভাল নয়।

প্র, মো। কাবার ইস্তক।

দ্বি, মো। তবে ঠ'কৃলেম।

তৃ, মো। কাজেই, ওঁদের পড়্‌তা পড়েছে, পড়্‌তা প'লে এই হয়। (গান) "পড়্‌তা ছিল ভাল যখন, ফি হাতে হন্দর তখন, মেরে তাস করিতাম হত লো!" এই টেক্কা, হাতের পাঁচ আমার।

হায়। হাতের পাঁচ নিলে কি হবে, ওদিগে যে চা'র্-কুড়ি সাত দেখাতে হবে। আর এই বারেই পঞ্জা (প্রথম মোসাহেবের প্রতি) ওহে এক খান কাগজ ধর। (তাস একত্র করিয়া সম্মুখে ধারণ) কাটুন দেখি।

দ্বি, মো। (হস্ত বাড়াইয়া) এই নিন গোলাম কেটেছি, আর পাল্লেম না, গোলামেই সব হবে।

হায়। কি হবে? এত ভয় কেন?

দ্বি, মো। আবার ভয় কেন? সব হবে—গোলামেই সব হবে।

হায়। ওহে! আমরা সাধে জিৎছি, আমাদের যাত্রা ভাল ; ওদিগের খবর শুনেছ তো ?

দ্বি, মো। কতক কতক! কৈ এতক্ষণও যে আনছে না? বোধ হয়, পালিয়েছে।

হায়। পালাবে কোথায়? একটু ব'সোনা, এখনই দেখ্‌তে পাবে।

তৃ, মো। দেখ্‌বে, এই দেখ (তাস নিক্ষেপ) হন্দর হয়েছে!

হায়। এমন সময় এমন কাজ ক'ল্লে? হাতে না তুল্‌তেই হন্দর—

প্র, মো। (দূরে সর্দ্দারগণকে দেখিয়া)—ঐ আবুকে আন্‌ছে।

হায়। (তাস বাঁটিতে বাঁটিতে) চুপ কর, ওদিকে তাকিও না—এই বারে খেলাটা হয়ে যাক্।

(সর্দ্দারগণ-বেষ্টিত আবুর প্রবেশ)

আবু। (সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান)

জামা। হুজুর!—আবু হাজির।

হায়। কাঁহা হায়? পঞ্চাশ! (হেঁট মুখে সক্রোধে) অরে আবু! তুই জানিস, আমি তোর সব ক'র্ত্তে পারি? তোর ভিটেয় ঘু ঘু চরাতে পারি?

আবু। (ভয়-কাতর-স্বরে) হুজুর! আপনি সব

ক'র্ত্তে পারেন; আপনি রাজা;—জান্ জাহানের মা-
লিক; মা'ল্লেও মার্ত্তে পারেন, রাখ্লেও রাখ্তে পা-
রেন!

হায়। তোর এত দূর আস্পর্দ্ধা? আমার সঙ্গে অ-
কৌশল? তুই ভেবেছিস কি? আমি তোকে সোজা
ক'র্ব্বোই ক'র্ব্বো! কাবার পঞ্চাশ—জামাল! হারাম-
জাদ্‌সে পচাশ রোপেয়া, জ'র্‌বানা আদা কর্।

জামা। যো হুকুম।

আবু। (যোড়করে) হুজুর! আমি কি ঘা'ট করেছি?

হায়। চোপ্‌রাও হারামজাদ্! আব্‌তাক্ হাম্‌রা
সাম্‌নে মুখোলকে বাৎ কাহতাহায়! আভি লেজাও,
লেজাও, (ক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে) ঘণ্টেকাদার মিয়ান
রোপেয়া আদা কর্।

জামা। (মোল্লার হাত ধরিয়া টান) চল্।

আবু। খোদাবন্দ আমায় মাপ করুন।

হায়। মাপ ক্যা, এহাঁ মাপ হায় নাই। জামাল!
ওকে চোদ্দ পোয়া ক'রে মাথায় ইট চাপিয়ে দে, তা
না হলে ও ন্যাকা কখনও টাকা দেবেনা!

জামা। (চোদ্দ পোয়া করণ)

আবু। খাঁ সাহেব আমার মাথায় ইঁটই দেন, আর
আমায় কবরেই দেন, আমায় দিয়ে এত টাকা হবেনা,
বাড়ী ঘর ছেড়ে দিলুম, বেচে নিন্।

হায়। হারামজাদ্! আমি তোর ঘর বেচ্‌বো! তুই যেখানথেকে পারিস্ টাকা এনে দে (সর্দ্দারগণের প্রতি) আরে তোরা এখনও ওর মাথায় ইট দিলিনে!

[একজন সর্দ্দারের প্রস্থান।

আবু। হুজুর! আমি বড় গরিব, কুপুষ্যি গলায়, বিষয় আশয় হুজুরের অজানা কি? এত টাকা কোত্থেকে যোটাই? দোহাই খোদাবন্দ্! মাপ্ করুন!

প্র, মো। কেন? তোমার কুপুষ্যি এমন কে?

দ্বি, মো। আরে জাননা, ছোটলোকের ঘরে যার একটু সুন্দরী বিবী, তার এক পুষ্যিতেই একশ! নিত্যি নতুন ফর্‌মাস্—নিত্যি নতুন আব্‌দার!

প্র, মো। ওর বিবী বুঝি খুব খুপ্‌সুরৎ?

দ্বি, মো। উরির মধ্যে!

হায়। তবে অবিশ্যি টাকা দিতে পার্ব্বে! তার গয়নাই থাক্, নগদই থাক্, আর যার কাছ্ থেকেই হ'ক্, টাকার তার অভাব কি?

(ইঁট লইয়া সর্দ্দারের প্রবেশ)

হায়। দে ওর মাথায় চাপিয়ে দে!

(সর্দ্দার কর্ত্তৃক আবুর মাথায় ইট দেওন)

আবু। দোহাই সাহেব! আর সয়না, আমায় ছেড়ে দিন্, আমি বাড়ী গে ঘটী বাটী যা থাকে বেচে এনে

দিচ্ছি। হুজুর! কপালে যা ছিল, তাই হ'লো! আমার কোনো পুরুষেও এমন অপমান হইনি! এর চেয়ে মরণই ভাল!

হায়। চোপ্‌রাও, চোপ্‌রাও (মোসাহেবগণ-প্রতি) কি বল আর খেল্‌বে? না আর কাজ নাই। (চ, মোসাহেবের প্রতি) আপনি একটা কথা শুনে যা'ন্।

চ, মো। (নিকটে গিয়া) বলুন?

হায়। (কানে কানে প্রকাশ) এখনই যা'ন্, আর বিলম্ব ক'র্ব্বেন না, গিয়েই পাঠিয়ে দিবেন!

চ, মো। যাচ্ছি।

হায়। যদি সু-খবর আন্তে পারেন, তবে গাল ভ'রে চিনি দেব!

আবু। (চতুর্থ মোসাহেবের প্রতি চুপে চুপে) কর্ত্তা! আমার জন্যে একটু—আমি আপনারে (পাঁচ অঙ্গুলি প্রদর্শন) দেব।

চ, মো। (হায়ওয়ান আলীর নিকট যাইয়া চুপে চুপে) আবু কি ততক্ষণ এই অবস্থায় থাক্‌বে? ও অবস্থায় রাখা আমার বিবেচনা হয় না।

হায়। (মৃদুস্বরে) আচ্ছা, আপনি ওর জন্যে উপরোধ করুন, আপনার আসা পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখ্‌তে হুকুম দিচ্ছি।

চ, মো। (প্রকাশে) দেখুন হুজুর! আবু আপনারই

প্রজা, ওর ক্ষমতা কি যে আপনার অবাধ্য হয়? এখানে ওকে এপ্রকার কষ্ট দিলে তো টাকা আদায় হবেনা, জামিন নিয়ে ছেড়ে দিন, টাকার যোগাড় ক'রে নিয়ে আসুক।

হায়। তা হবেনা; আমি ওকে ছেড়ে দিতে পারি না; তবে আপনি ব'লছেন, এ অবস্থায় না রেখে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল দেউড়িতে কয়েদ থাকুক, সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা মনে আছে তাই ক'র্ব্বো, তখন আর কারো উপ্রোধ শুন্‌বো না!

চ, মো। আপনি সব ক'র্ত্তে পারেন। আমার কথায় যে এই ক'ল্লেন, ইতেই কৃতার্থ হ'লেম।

[প্রস্থান।

হায়। জামাল! আবুকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখ্।—সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা ক'র্ত্তে হয় ক'র্‌বো! এখন দেউড়িতে নে যা।

[জামাল, আবুমোল্লা এবং
সর্দ্দারগণের প্রস্থান।

দ্বি, মো। আমি এ ঠার ঠোর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

" গীতা নাড়ে অঙ্গুলি, বানরে নাড়ে মাথা।
বুঝিতে না পারি নর বানরের কথা!"

হায়। বুঝ্‌বে কি, আজও যে গাল টিপ্‌লে দুধ পড়ে।

দ্বি, মো। দুধ পড়ুক তাতে ক্ষতি নাই, হুজুর কিন্তু বুঝে চ'ল্‌বেন, শেষে চক্ষের জল না পড়ে! তখন আর ঠারে ঠোরে বলা চ'ল্‌বে না!

"ঠারে ঠোরে উনিশ বিষ দাদার কড়ী"—

প্যাঁচ ঘটাতে সকলে পারে, কিন্তু ম্যাও ধর্‌বার সময় কেউ নাই।

হায়। (মুখের উপর হাত নাড়া দিয়া) অধিকারী মহাশয় চুপ করুন, আপনার আর ছড়া কাটাতে হবে না!

দ্বি, মো। চুপ ক'ল্লেম বটে, কিন্তু আমার ভাল বোধ হ'চ্ছে না। যাই করুন, আগে পাছে বিবেচনা ক'রে ক'র্‌বেন।

হায়। সে জন্যে আপনাকে বড় ভাব্‌তে হবে না। আমি আপনার চেয়ে ভাল বুঝি—চল আড্ডায় যাওয়া যাক্।

দ্বি, মো। গুলীতে যে হাড় কালী হয়ে চল্লো!

হায়। চুপ্ কর হে চুপ্ কর, বেশী ব'কোনা, মাথা ঘুর্‌বে।

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আবু মোল্লার অন্দর বাড়ী।

(নুরন্নেহার ও আমিরণ আসীনা।)

আমি। (কাঁথা সেলাই করিতে করিতে) আর কা'দলে কি হবে, জমাদারের হাত কখনও এড়াতে পা'র্ব্বে না, টাকা দিতেই হবে।

নুর। পঞ্চাশ টাকা কোথা পাব? আজ যে ক'রে প্যায়দার কোমর খোলাই পাঁচ টাকা দিয়েছি, তা আর কি ব'ল্‌বো। আর একটা পয়সারও ফিকির নাই, জিনিস পত্র ঘর কয়েকখানা বেচ্‌লে কিছু টাকা হতে পারে, তা এ অবস্থায় কেই বা কিন্তে সাহস করে? টাকা না দিলেও তো রক্ষা নাই। আমি কি ক'র্‌বো? এত টাকা কোথা পাব? তিনি কাছারিতে আটক রৈলেন, আমি মেয়ে লোক কোথা থেকে এত টাকা দেব? গরিব ব'লেও কি তাঁর দয়া হ'লো না? পঞ্চাশ টাকা একসাতে তো আমরা কখনও চক্ষেও দেখি নাই। আজ্ আর কোথা হতে দেব?

আমি। না দিয়ে কি আর বাঁচ্‌বে? জরিমানা না দিয়ে যে অন্য কোন হাকিমের মাটীতে পালাবে, মনের কোণেও সে কথা ঠাঁই দিওনা!

নুর। পালাব! সেতো পরের কথা, রাত্রে যে তাঁকে কত কষ্ট দেবে, কত মা'রই মার্ব্বে, কত বারই যে খাড়া ক'র্ব্বে, আমার সেই কথাই মনে প'ড়্‌ছে! তাঁর হাতে একটী পয়সাও নেই (রোদন) টাকার জন্যে তাঁকে মেরে মেরে একবারে খুন ক'রে ফেল্‌বে।

আমি। মাটীর হাকিমে মেরে ফেল্লে তুমি কি ক'র্ব্বে? তার নামে তো আর সাএবদের কাছে নালীস ক'র্ত্তে পা'র্ব্বেনা? নালীস ক'ল্লে এই হবে, এক দিনে তোমার ভিটেয় পুকুর ক'রে দেবে! জমীদারের সঙ্গে কার কথা? সে কি না ক'র্ত্তে পারে?

নুর। পারেন ব'লেই কিএকেবারে মেরে ফেল্‌বেন? এই কি জমীদারের বিচের? জমীদার বাপের সমান, কোথায় প্রজার ধন প্রাণ মান রক্ষে ক'র্ব্বেন। ওমা! তা গেল মাটী চাপা! উল্টে দিনে ডাকাতী!

আমি। চুপ্‌কর চুপ্‌কর, ঐ ক্ষেমণি আস্‌ছে, যদি কিছু ওর কানে গে থাকে, তবে এখনই ব'লে দেবে। মাগো, ও তো সামান্যি মেয়ে নয়!

নুর। তাই তো ও আবার আস্‌ছে কেন? ওকে দেখ্‌লেই যে আমার প্রাণ উড়ে যায়!

(ঝোলা কক্ষে, ঘটী হস্তে কৃষ্ণমণির প্রবেশ)

কৃষ্ণ। "জয় রাধে কৃষ্ণ বল মন!" মা ভিক্ষে দেও গো! ওমা তোমায় আজ্ এমন দেখ্‌ছি কেন গা? কেঁদে কেঁদে দুটো চ'ক যে একেবারে রাঙা ক'রেছ, ওমা একি গো?

আমি। ও ম'রে গেছে, ওকি আর আছে! মোল্লাকে যে কাচারি ধ'রে নে গেছে, তুমি শোন নি?

কৃষ্ণ। দুই চ'কের মাথা খাই মা, আমি কিছুই শুনিনি! ধ'রে নিয়ে গেছে? সে কি? কেন আবু তো দোষ কর্‌বার লোক নয়!

আমি। সুদ্ধু ধ'রে নিয়ে গেছে! ধ'রে নিয়ে পঞ্চাশ টাকা জরিবানা হেঁকেছে, আরও কত অপমান ক'র্চ্ছে, টাকার জন্যে মাথায় ইট দিয়ে খাড়া ক'রে নাকি রেখেছে! এদের তো ঘর কুড়ুলে পাঁচটা পয়সা বেরোয়না, অত টাকা কোথা পাবে? এই কি হাকিমের বিচের?

কৃষ্ণ। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আহা হা, এত করেছে! হা কৃষ্ণ! কি ক'র্‌বে বাছা, জমীদার দণ্ড ক'ল্লে আর বাঁচ্‌বার উপায় নেই। টাকা দিতেই হবে—জমীদার টাকা নেবার জন্যে ধ'ল্লে আর এড়ান নেই। তবে তাকে ভয়ও ক'র্ত্তে হয়, তার কথাও শুন্তে হয়, জমীদার আস্ত বাঘ!

নুর। দুর্জ্জনকে সকলেই ভয় করে! এই কি তাঁর বিবেচনা? আমাদের দিন চলাই দায়, কোন কোন দিন উপোস ক'রেও কাটাতে হয়, এতে যে, বিনি দোষে এত

টাকা জরিবানা ক'ল্লেন, কোত্থেকে দেব ? ঘর দোর ঘটী বাটী বেচ্‌লেও তো পঞ্চাশ টাকার অর্দ্ধেক হয় না। দেখ দেখি বাছা এ তাঁর কেমন বিচের ? হাকিমে এমন ক'রে অবিচারে মা'ল্লে আর কার কাছে দাঁড়াব ? এর পর যদি হাকিমের পর হাকিম থাক্‌তো তবে এর বিচের হতো।

কৃষ্ণ। ওমা ! হাকিম থাক্‌লে ক,র্ত্তে কি ? জমীদারের হাত ক দিন এড়াবে ? হাকিম তো আর সকল সময় কাছে ব'সে থাক্‌বেন্ না ! জমীদার যখন মনে ক'র্ব্বে তখনই ধ'রে নিয়ে জরিবানার টাকা আদায় ক'র্ব্বে। মা ! বেলা গেল আর থাক্‌তে পারিনে, একমুটো ভিক্ষে দেও যাই, আর কি ক'র্ব্বে মা ! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

নুর। (ভিক্ষা আনিতে গমন)

কৃষ্ণ। (পশ্চাৎ যাইয়া দ্বার দেশে দণ্ডায়মান)

নুর। (ভিক্ষা আনিয়া ভিকারিণীর ঘটীতে দান)

কৃষ্ণ। (ভিক্ষা লইতে লইতে) চুপে চুপে শুন মা ! জমীদারের হাত কখনও এড়াতে পা'র্ব্বেনা, আমি শুনিছি তোমার জন্যে একেবারে পাগল। দেখ মা এক মাস হ'লো তোমার পাছেই নেগে আছে, তুমি মনে ক'ল্লে সব মিটে যায় !

নুর। (সক্রন্দনে) আমি আবার কি মনে ক'র্ব্বো ?

কৃষ্ণ। আর এমন কিছু নয়, আজ্ রাত্রে যদি তাঁর

বৈটকখানায় যেতে পার, তা হ'লে যত রাগ দেখ্‌ছো একেবারে জল হয়ে যাবে! তুমি উল্টে আবার তার ডবল টাকা ঘরে আন্তে পা'র্ব্বে।

নুর। আমি বৈঠকখানায় যাব মাসি? (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) এত কাল পরে তুমি আমায় এই কথা বল্লে? তাঁর কি এমন কর্ম্ম করা উচিত? অধীনে আছি ব'লেই কি এমন অধর্ম্মের কাজ ক'র্ব্বেন? এই কি তাঁর ধর্ম্ম?—এ বড় দারুণ কথা, আমা হতে এমন কর্ম্ম হবেনা! তিনি যা করুন, তা করুন, প্রাণ থাকৃতে আমা হতে এমন কুকাজ হবে না—আমি বৈঠকখানায় কখন যেতে পা'র্ব্বো না। যদি বড় পেড়াপীড়ি হয় তবে এই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্ব্বো!

কৃষ্ণ। (জিব কাটিয়া) সেওতো ভদ্র সন্তান, তায় আবার জমীদার, একথা কে শুন্‌বে? কেউ জান্তে পা'র্ব্বে না! জান্‌লেও কার দুটো মাথা এ কথা মুখে আনে মা! তুমি রাজার রাজ-রাণীর মত সুখে থাকৃবে! দেখ জমীদার, সে কি না ক'র্ত্তে পারে? তোমায় ধ'রে নিয়ে যেতেও তো তার ক্ষ্যামতা আছে! জব্‌রাণ্‌ ক'ল্লেও তো ক'র্ত্তে পারে! সে যখন পণ ক'রেছে, তখন ছাড়্‌বে না, কখনই তোমায় ছাড়্‌বে না! তবে কেন অপমানে কুল্‌ মজাবে? মান্‌ থাকৃতে আগেই গিয়ে তাঁর কাছে কাতর হয়ে পড়, আদর পাবে! তিনি যা বলেন তাইতে রাজি হওগে মা!

তুমিই যে একা একাজ ক'চ্ছো তা তো নয় ; জমীদারের নজরে পড়ে অনেক কোণের বউ পজ্জন্ত এ কাজ করেছে ; চৌধুরীদের কথা শোননি ? ওমা ! তারা আস্ত ডাকাৎ ! পাড়া পড়সী জ্ঞাত্ কুটুম পের্জার ঘর কাউকেও ছাড়ে নি। যার ওপর নজর করেছে তারির মাথা খেয়েছে ? কৈ কে তার কি করেছে ? যে তার অবাধ্য হয়েছে, তার ভিটে মাটী একেবারে উলকুড় উটিয়ে দিয়েছে ! মা আমি তোমার ভালর জন্যেই ব'ল্ছি, মানে মানে থাকাই ভাল, শেষে মানও যাবে আর জান্তেই পাচ্ছো— বুঝেছ—

নুর। বুঝেছি সব, কিন্তু সে কাজ আমি পার্ব্বোনা, জান্ থাক্‌তে তো নয় ! আগে আমায় খুন্ করুন, তার পর যা ইচ্ছে তাই ক'র্ব্বেন ! (ঘৃণা ও বৈরক্তির দৃষ্টিতে শশব্যস্তে গমনোদ্যতা)

কৃষ্ণ। দাঁড়াও না শু—

নুর। আমি শুন্‌বো না (আমিরণের নিকটে গমন)

কৃষ্ণ। শুন্‌লেনা, শুন্‌লেনা, আচ্ছা যাই আগে, খাঁ সাহেবের কাছে এই সতীপনার যা শোনাতে হয়, তা হবে অকন ! শেষে জান্তে পার্ব্বে আমি কেমন "কৃষ্ণমণি !"

[সক্রোধে প্রস্থান।

আমি। কৃষ্ণমণি হাত মুখ নেড়ে কি ব'ল্‌ছিল বউ ?

নুর। তোমার আর শুনে কাজ নেই। সে কথা আর মুখে আন্‌বো না, ছি ছি বড় মান্‌ষের এই আচরণ!

আমি। কি কথা, বল্‌না শুনি?

নুর। তবে শোন। (কানে কানে প্রকাশ)

আমি। (গালে হাত দিয়া) এমন! তা হবেই তো; ওরা ছাগলের জাত্!—পর্য্যন্ত পার পায় না, তুমি আমি তো ছার কথা! ব'ল্‌তেও নজ্জা করে ব'ন্, শুন্‌তেও নজ্জা! ওদের মেয়ে মানুষ দেখ্‌লেই চ'ক টাটায়, জমীদার হলেই প্রায় এক খুরে মাথা মুড়নো! কেউ চিরকাল বাইরে বাইরে কাটাচ্চেন, ঘরের খবর চাকরেরাই জানে! যেখানে যান সেই খানেই মরেন, এক দিনের জন্যেও ছেড়ে থাক্‌তে পারেন না। বাই! বাই! বাই! বাই বই দুনিয়াতে তাঁদের যেন আর কেউ নাই! এঁরাই আবার বড় লোক! সাএবদের কাছে ব'স্‌তে পান্, কত খাতির হয়, তাতেই আরও ন্যাজ ফুলে ফুলে ওঠে! সৎকাজের বেলা এক পয়সা মা বাপ! কিন্তু ওদিকে কল্পতরু! চুল পেকেছে, দাঁত প'ড়েছে, মুখের চামড়া ঢিল হয়েছে, কিন্তু সক্ এম্‌নি দাঁত পড়া বাঘের মতন এখনও জিব্ লক্ লক্ করে। সেই বাজা'রে মেয়ে গুনো এসে কত নাঞ্ছনা দিয়ে যায়, তবু নজ্জা নেই! কিছু দিন খাবার পরবার্ নোভে থেকে বেশ দশ-টাকা হাত ক'রে মুখে চূণ কালী দিয়ে চ'লে যায়,

আবার বেদিনী, যুগিনী, চাঁড়ালনী, কলুনী, চা'র জেতের চা'র জনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড় বয়েসে রঙ্গ ক'চ্ছেন; কেউ ঘরের বাইরে রঙ্গিণী নে উন্মত্ত; কেউ ঘরের দিব্বি স্ত্রী ফেলে পাড়াতেই কাল্ কাটাচ্ছেন। তা ব'ন্ এদেশের জমীদারদের অনেকের দশাই তো এই! তা ব'লে আর কি ক'র্বে বল? যে গতিকে পারে; তোমার মাথা খাবেই খাবে! তা এখন চল, ওদিকে—

নুর। ওদিকে আর তুমি কি ব'ল্বে ভাই। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমি আজ্ বুঝিছি। আজ্ মাসাবধি লোকেব দ্বারায় কত রকমের কথার ঠারে কত লোভ দেখাচ্ছে। খাঁসাহেবও বিকেলে সন্ধ্যার পর মিছি মিছি শীকারের ছুতো ক'রে বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি আজ্ সকলি বুঝিছি। আমি যা যা বলিছি, বোধ হয় কৃষ্ণমণি তার দ্বিগুণ বাড়িয়ে ব'ল্বে, আমার কি হবে? আমি কোথা পালাব? এখনই যদি আমাকে ধ'রে নিয়ে যায়, তবে আমার কি দশা হবে? কার কাছে গে এ বিপদ থেকে রক্ষা পাব? এমন কি কেউ নেই?

(পটক্ষেপণ।)

(নেপথ্যে গান।)

রাগিণী বাগশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

আর, কে আছে আমার?
এ দুঃখ পাথারে কেবা হবে কর্ণধার?
যে তারিবে এ দুস্তারে, নিজে সে ভাসে পাথারে,
না হেরি সে প্রাণেশ্বরে, ঝুরি অনিবার।
আমরি আমারি লাগি, প্রাণকান্ত দুঃখ ভাগী,
বিপক্ষ হলো বিরাগী, না দেখি নিস্তার!
শুনেছি ভারতেশ্বরী, দুষ্ট জন দণ্ডকারী,
তবে, মাগো কেন হেরি, হেন অবিচার?

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গুলির আড্ডা।

(হাওয়ানআলী, মোসাহেব চারিজন এবং একজন গুলিখোর আসীন।)

হায়। ওহে ব'সো ব'সো, কেবলই টা'ন্‌ছো, দু একটা গল্প চলুক।

তৃ, মো। হুজুর! গৌরী নদীর পুল বেঁধেছে—

প্র, মো। বেঁধেছে বটে, তার ওপরে কলের গাড়িও চ'লছে বটে, কিন্তু—

তৃ, মো। (সক্রোধে) কিন্তু আবার কি?

প্র, মো। (মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) সে পুল টেঁক্‌বেনা; দুমাস পরেই হ'ক্, আর ছমাস পরেই হ'ক্, ভেঙে প'ড়বেই প'ড়বে। যত বেটারা গাড়ীর মধ্যে থেকে উঁকি মেরে হাত নাড়া দিয়ে চ'লে যায়, তারা গৌরির জল খাবেই খাবে! গৌরি তাদের খাবেনই খাবেন!

হায়। নাহে না, ভাংবে না। শুনিছি ভারি ভারি লোহার থাম পুতেছে।

প্র, মো। আপনার উপরে হাকিম দেখাতে চায়, এতদূর বুকের পাটা! আমি——

হায়। এখনি তারে হাকিম দেখাচ্ছি! বড় সতী হয়েছে! সতীপনা এখনই মালুম পাওয়া যাবে!

(জামাল, কামাল ও চতুর্থ মোসাহেবের প্রবেশ।)

জামা। (সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান)

হায়। দেউড়িতে যত সর্দ্দার আছে, সব জাও। মোল্লাকো জরুকো পাকড় লাও। মোল্লাকে ছেড়ে দেও! আমি মোল্লা চাইনে, নুরন্নেহার চাই!

জামা। হুজুর! আমরা চাকর, যে হুকুম ক'র্ব্বেন, তা মিল ক'র্ব্বোই। কিন্তু শেষে যেন মারা না যাই।

হায়। তোমাদের কি? এর জন্যে যদি আমার সর্ব্বস্ব যায়, তাও স্বীকার! নুরন্নেহার কেমন সাচ্চা দেখ্‌বো! আর বিলম্ব ক'রোনা, এখনই যাও, আর সহ্য হয় না। কি? মেয়ে মানুষের এত বড় কথা!

জামা। হুজুরের হুকুম, চ'ল্লেম!

[সেলাম পূর্ব্বক জামাল কামালের প্রস্থান।

হায়। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আর ভাব্‌লে কি হবে, যা অদৃষ্টে থাকে তাই হবে! (চ, মোসাহেবের প্রতি) ওহে টাননা?

তৃ, মো। (গুলি টানিতে আরম্ভ)

গু, খো। (আগুন দিতে অগ্রসর)

হায়। সুদু সুদু টান্! কেউ একটা গান ধর না—

তৃ, মো। আচ্ছা এই ছিটে টা ওড়াই।

গু, খো। কর্ত্তা আমি সারা দিন কিছুই খাইনি।

হায়। কিছুই খাস্নি, এই যে এত ছিটে খেলি!

গু, খো। কর্ত্তা না, জল টুকুও মুখে দেই নি।

তৃ, মো। আচ্ছা এই দুটো পয়সা নে, বাজারে জলপান কিনে খেগে যা (দুটী পয়সা দান)

[সেলাম পূর্ব্বক গুলিখোরের প্রস্থান।

হায়। একটা গান ধর না।

তৃ, মো। আচ্ছা। (মোচে তা দিয়া, একটু চাট্ খাইয়া) তবে একটা মধ্যমান গাই।

রাগিণী জঙ্গলা—তাল আড়খেম্টা।

যে বলে হয় হাড় কালী সকের ছিটে টান্‌লে পরে।
দুগালে চা'র্ চড়্ লাগাই তার. দেখা পেলে
রাস্তার ধারে।
যে পেয়েছে গুলির মজা, উড়েছে তার নামেরধ্বজা,
মনে মনে হয় সে রাজা, যখন, আড্‌ডায় এসে
আড্‌ডা করে।

ভু চা'র্ ছিটে উড়িয়ে দিলে, চতুর্ব্বর্গ ফল্‌টী ফলে,

নবাব জাদা কাছে এলে,

কে আর তারে কেয়ার করে ?

নয়ন দুটী বুজে বুজে, ঢুলি যখন মাথা গুঁজে,

স্বর্গ মর্ত্ত্য দেখি খুঁজে, তেমন মজা নাই সংসারে !

(প্র, মোসাহেব ব্যতীত সকলে উচ্চৈঃস্বরে গান)

প্র, মো। এই বুঝি তোমাদের মধ্যমান ?

তৃ, মো। নয় ? তবে এটা কি ? ভায়া ভারি কালোবাত !

প্র, মো। ওরে তোর মাথা ! এটা আড়খেম্‌টা, আর রাগিণী শঙ্করা !

তৃ, মো। কে জানে তোর খেমটা, আর কে জানে তোর শঙ্করা !

হায়। (উষ্ণভাবে) একটু চুপ কর হে চুপ্ কর। (উচ্চৈঃস্বরে) ওহে! তোমরা কি পাগল হয়েছ ? এক্‌টু চুপ করনা। (মোসাহেবগণ পূর্ব্বমত উচ্চরবে তাকুলাকুসিন ধিনিতাক্)

হায়। (হস্ত দ্বারা বিছানায় আঘাৎ) চুপ করনা, তোমাদের কাণ্ড জ্ঞান নাই। ওদিগে যে ভয়ানক গোল হ'চ্ছে। (মোসাহেবগণ নিস্তব্ধ।)

হায়। শুনেছ? বড়ই গোল হ'চ্ছে। চল একটু এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক্!

সকলে। চলুন, আপ্‌নি যাবেন আমরাও যাচ্ছি। (উচ্চৈঃস্বরে আল্লা আল্লা করিয়া)

[সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে—উচ্চৈঃস্বরে—ছোট বিবি ম'লেম, আমায় নিয়ে চ'ল্লো, এইবারে গেলেম!)

(দ্বিতীয়বার নেপথ্যে। এগোরে নিয়ে গেলরে. তোরা এগোরে, দোহাই মহারাণীর তোরা এগরে।)

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—ঃ—

কোশলপুর।

হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা।

(মোসাহেবগণ, সর্দ্দারগণ এবং হায়ওয়ান আলী
নুরন্নেহারের হস্ত ধরিয়া দণ্ডায়মান)
(নুরন্নেহার হেঁট বদনে, কম্পিতা।)

হায়। কেমন? এখন তো হাতে প'ড়েছ! এখন আর কে রক্ষা ক'র্ব্বে? বাড়ীতে ব'সে ব'সে যে ব'লেছিলে, ওঁর উপরে কি আর হাকিম নাই? কৈ কাকেও যে দেখ্‌তে পাইনে! তোমার সে বাবারা কোথায়? এখন দেখে না! এসে রক্ষা করে না! সতী সতী ক'রে বড় ঢুলে প্'ড়তে! এখন সতীত্ব কোথায় থাক্‌বে? আমার হাতে তো প'ড়তেই হলো, তবে আর এত ভিরকুটী ক'ল্লে কেন? আমার ক্ষমতা আছে কি না তাওতো দেখ্‌লে? আরো এখনি দেখ্‌তে পাবে জান্! এত দিন আমার জান্‌কে যে এত হায়রাণ করেছ জান্! এস তার প্রতিফল দিই!

নুর। (সকরুণে) আপনি সব ক'র্ত্তে পারেন! আমি আপনার প্রজা, আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ! জাত্ মান রক্ষা ক'র্ত্তেও আপনি, প্রাণ রক্ষা ক'র্ত্তেও আপনি! আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ! (রোদন) আপনিই আমার জাত্ কুল রক্ষা ক'র্ব্বেন!

হায়। এই যে তাই ক'র্চ্ছি! (নুরন্নেহারকে টানিয়া লইতে উদ্যত)

নুর। (মাটীতে গড়াইয়া পড়িয়া সরোদনে) আমায় ছেড়ে দিন! গলায় ক্যাপড় দে ব'ল্‌ছি আমায় ছেড়ে দিন! আমি আপনার মেয়ে! আপনি আমার বাপ! আমার কাপড় অসামাল হলো, কাপড় পরি, ছেড়ে দিন!

হায়। (রুমাল দ্বারা মুখ বন্ধন করিতে করিতে) কাপড় নেওয়াচ্ছি।

নুর। (গেঙ্গাইতে গেঙ্গাইতে) পায় ধ—ব'— আমা—

হায়। (মোসাহেবগণ প্রতি) আপনারা দুই জন হারামজাদীর পা ধরুন, আমি হাত ধ'রে টেনে নিচ্ছি। (তৃ, এবং চ, মোসাহেব বেগে পদ ধারণ এবং খাঁ সাহেব কর্ত্তৃক লম্বমানা নুরন্নেহারকে আকর্ষণ)

[প্রস্থান।

দ্বি, মো। (ক্ষণ-চিন্তার পর) হুজুরের যে রাগ দেখ্‌তে পাচ্ছি, এতে যে কি ক’রে বসেন, তার নিশ্চয় কি ? কিন্তু এর ভোগ শেষে ভুগ্‌তেই হবে !

জামা। দেখুন আমরা চাকর, হুকুম ক’ল্লে আর অতুল ক’র্ত্তে পারি নে। একাজটা বড়ই অন্যায় হ’চ্চে ! মোল্লার স্ত্রী গর্ভবতী, তার পর এই জবরাণ ! কাজটা বড় অন্যায় হ’চ্ছে ! কি করি ? এঁর অধীনে থেকে একেবারে সর্ব্বনাশ হবে ! এঁর তো দিগ্‌ বিদিগ্‌ কিছুই জ্ঞান নেই ! ন্যায় হ’ক অন্যায় হ’ক একটা ক’রে বসেন, যে ভাব দেখ্‌তে পাচ্ছি, এতে আমাদের জাত্‌ কুল থাকাই ভার ! আজ্‌ আবু মোল্লার যে দশা হলো, কোন্‌ দিন আমাদেরই বা ওরূপ ঘটে !

(হাওয়ান আলীর পুনঃ প্রবেশ)

হায়। ওহে, তোমরা এখানে কি ক’র্চ্ছো ? তোমরা বুঝি ভাগ চাওনা ? যাওনা—এমন দিন আর কবে পাবে !

প্র, মো। আচ্ছা যাই।

[প্রস্থান।

হায়। (সর্দ্দারগণ প্রতি) তোমরা আমায় বড় খুসি ক’রেছ, আমি মনের মত খুসি ক’র্ব্বো !

জামা। হুজুর! আমরা—হুকুম পেলে কাউকে ভয় করিনে, তবে দেখ্‌বেন শেষে যেন একেবারে দয় ডুবে না। মরি! সময় বড় খারাপ, সাবেক আমল হলে এত ভাবতেম্ না।

হায়। তার জন্য ভয় কি? মকদ্দমা আছে, মামলা আছে, আমি আছি! যত টাকা লাগে; বে পরওয়া, জান্ কবুল! জামাল, ওকে কি রকমে ধ'ল্লে?

জামা। আমরা ঐ সেই কোটার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলুম, কোন মতে আর ফাক পাইনে। অনেকক্ষণ পরে কানে আওয়াজ এল যে একটু দাঁড়াও আমি ব'র থেকে আসি। আবার শুন্‌লুম, যাও চাদ্‌নির রাত্ ভয় কি? তার পরেই দেখি যে নুরন্নেহার বাইরে এয়েছে। তখন একেবারে লাফিয়ে ধ'রে শূন্যে শূন্যে আস্তে লাগ্‌লুম! ও কেবল মুখে ব'ল্লো, যে ছোট বিবি ম'লেম! তার পরেই আপনি গিয়েছেন। মোল্লাকে যে রকমে তাড়িয়েছি তা তো দেখেছেন—হুজুর আমরা যেন নষ্ট না হই।

হায়। তোমাদের ভয় কি? টাকার অসাধ্য কি আছে বল দেখি?

জামা। হুজুর! সে যথার্থ, কিন্তু আমরা গরিব, সেইটী যেন মনে থাকে!

হায়। মনের মত বক্‌সিস ক'র্ব্বো।

(প্র, মোসাহেবের প্রবেশ)

প্র, মো। হুজুর সর্ব্বনাশ হয়েছে।

হায়। কি হলো?

প্র, মো। আর কি দেখ্‌ছেন, নুরন্নেহার কেমন ক'চ্ছে, বুঝি বাঁচেনা!

হায়। বটে? (ত্রস্ত উঠিয়া)

প্র, মো। তার ভাব দেখে ভাল বোধ হ'চ্ছে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

[এবং জামাল কামাল ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সর্দ্দারগণ অপর দিক দিয়া বেগে পলায়ন।

জামা। অদৃষ্টে কি জানি কি হয়? গতিক বড় ভাল বোধ হ'চ্ছে না।

(হাওয়ান আলী মোসাহেবদ্বয়ের সাহায্যে হাত পা ধরিয়া নুরন্নেহারকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

হায়। (মাটিতে রাখিয়া) যথার্থই কি মরে, না ওর সব মিছে? ও কিছুই নয়, ও একটা কাপ্‌ ক'রে রয়েছে!

দ্বি, মো। না, না, দেখুন যথার্থই গর্ভবতী ছিল! ঐ দেখুন তল পেট তোল পাড়্‌ ক'চ্ছে!

হায়। (নিকটে যাইয়া বিস্ময়ে) যথার্থই গর্ভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তল পেট অত নড়ে কেন ?

নুর। (মৃদুস্বরে) হা খোদা! আমার কপালে এই ছিল ? নারী কুলে জন্ম নিয়ে সতীত্ব রক্ষা ক'র্ত্তে পাল্লেম না! হায় এই জন্যে কি আমার জন্ম হয়েছিল ? জ'ন্মেই কেন মরে গেলুম না ? তা হ'লে এত গঞ্জনা সইতে হতোনা। কুলেও খোঁটা হতোনা! কি করি উপায় নাই, এদুঃখ কাকে জানাব ? এসময় প্রাণধন স্বামীর সঙ্গে দেখা হলো না! মা বাপের মুখও দেখ্‌তে পেলেম না! প্রতিবাসীরাও আমায় দেখ্‌তে পেলে না! (দীর্ঘ নিশ্বাস) হা খোদা! তোর মনে এই ছিল ? জমীদার হয়ে এমন কাজ ক'ল্লে ? ধর্ম্মের দিকে চাইলে না! এত কষ্ট কি আর এক প্রাণে সয় ? হায় হায় এদের দমন-কর্ত্তা কি আর কেউ নেই ? এদের উপর কি আর হাকিম নেই ? হায় হায় জাত্ গেল, দেশ জুড়ে কলঙ্ক হলো, প্রাণও গেলো, সুদু আমার প্রাণই যে গেলো তা নয়! পেটে যে একটা ছিল, তারও গেল! খাঁ সাহেব! আপনার মনে এই ছিল ? এই ক'ল্লেন ? খোদায় আপনার বিচার ক'র্ব্বেন! শুনেছি, যে মহারাণী সকলের ওপরে বড়, সাএবদের ওপরেও বড়, আমরা যেমন তোমার প্রজা, তেমনি তুমিও তাঁর প্রজা! তিনি কি এর বিচার ক'র্ব্বেন না ? প্রজার প্রজা ব'লে কি আর দয়া হবে না ? মা! তুমি

বেলাতে থাক, তোমার প্রজার প্রতি এত দৌরাত্ম্য হ'চ্ছে তুমি কি জান্তে পার্চ্ছোনা? কেবল বড় বড় লোকই কি তোমার প্রজা? আমরা গরিব ব'লে কি তুমি আমাদের মা হবে না? মা—আ—মার আ—মা—সয় না, মা—মা—মা আমি মেয়ে দয়া—কর—মা—তো—পা—য় (মৃত্যু)

হায়। ওহে যথার্থই ম'লো! (নিকটে যাইয়া নাসিকায় হস্ত দিয়া) নিশ্বাস নাই! মরেছে, না ঐ যে তলপেট ন'ড়্ছে! কৈ আর যে নড়েনা! বুঝি পেটেরটাও মলো (বুকে হাত দিয়া) একবারে ঠাণ্ডা হয়েছে, আর নাই (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) এখন উপায়?

[প্র, মোসাহেবের প্রস্থান।

দ্বি, মো। আর উপায়! তখনই তো ব'লেছিলাম, যা ক'র্ব্বেন আগে পাছে বিবেচনা ক'রে ক'র্ব্বেন! এখন তো খুনের দায় ঠেক্‌তে হলো!

হায়। চুপ্ চুপ্! খুন খুন ক'রোনা! যা হবার তা হলো, এখন কি করা যায়? অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে, ব'সে ব'সে ভাব্‌লে আর কি হবে। রাত্ থাক্‌তে থাক্‌তেই এর একটা উপায় করা চাই।

দ্বি, মো। আমার বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই নাই, আমি একবারে জ্ঞান শূন্য হয়েছি। যা আপনি ভাল বোঝেন করেন!

হায়। জামাল! তোমার বিবেচনা কি হয়?

জামা। আপনি যে হুকুম ক'র্ব্বেন তাই কর্ব্বো, এতে আর আমাদের বিবেচনা কি?

(প্র, মোসাহেব এবং নিদ্রোত্থিত বেশে সিরাজ আলীর প্রবেশ।)

সিরা। আরে পাজিরে! এমন কাজ ক'ল্লি? একেবারে হাবু খাঁর নাম ডুবালি? তোর কি কাণ্ড জ্ঞান নাই? চির কালই কি তোর এই ভাবে গেল? লক্ষ্মীছাড়া! আর কি মর্‌বার জয়গা ছিলনা? এমন কাজ কি কর্ত্তে হয়? যত গোঁয়ার একঠাঁই জুটে এই কাজ ক'র্চ্ছে! এখন মুখে কথা নাই! তোর জন্যে সর্ব্বনাশ হবে! পূর্ব্ব পুরুষের নাম গেল, তুই কি একেবারেই পাগল হয়েচিস্? এখন আর কি ব'ল্‌বো? তোরে এবুদ্ধি কে দিলে? (দ্বি, মোসাহেবের প্রতি) এখন মুখে কথা নাই, পাজিরা এখন যেন কেউ নয়! সর্ব্বনাশ ক'ল্লি! যুটে পেটে মজালি! রাগ আর বরদাস্ত হয় না—(দ্বি, মোসাহেবকে মুষ্ট্যাঘাত) তোরাই আমার সর্ব্বনাশ ক'ল্লি! তোদের কুপরামর্শেতেই হয়েছে!

দ্বি, মো। দোহাই আল্লার! কোরাণের কিরে! আপনার গা ছুঁয়ে ব'ল্‌তে পারি, আমি দফায় দফায় মানা করেছি, এমন কাজ ক'র্ব্বেন না। তাকি উনি শুনেন, উনিনা একজন!

সিরা। জামাল, তোরাই আমার সর্ব্বনাশ কল্লি! তুই কি এই বদমাইসদের দলে মিসে গিছিস্?

জামা। কর্ত্তা আমি কি আর কর্ব্বো? হুকুম কল্লে তো আর অদুল কর্ত্তে পারিনে!

সিরা। আর সকল বেটারা কোথা?

জামা। সকলেই পালিয়েছে!

সিরা। (উপবেশন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হেঁট্ মুখে চিন্তা) হায়! এখন কি হবে? উপায়? বাঁচ্বার উপায় কি? এখন কি আর সে দিন আছে? এই হাতে কতকাণ্ড করেছি, কত জনের ওকর্ম্ম করেছি, সাবেক কাল্ হলে আর এত ভাব্তে হতো না। পাজিরা শোনও নাই? আমার বাপ্জী কুকুর দিয়ে মানুষ খাইয়েছেন, আর আমরাও কত কি করেছি, এখন যে কেন চুপ ক'রে থাকি তাতো তোরা বুঝ্বিনে!

জামা। তা ব'লে আর কি হবে? এখন বাঁচ্বার পথ দেখা যাক্।

সিরা। এক কাজ করা যাক্, রাত্ শেষ হয়ে এল। আর কোন উপায়ই এখন হয় না। তবে সকলে হাতা হাতি ক'রে ধ'রে নিয়ে আবুমোল্লার বাড়ীর উত্তর দিকে খেজুর বাগানে ফেলে আসা যাক্! শেষে নসিবে যা থাকে, তাই হবে। ভোর হলো,— নেও, নেও, উঠ, উঠ, আর দেরি ক'রোনা।

দ্বি, মো। হুজুর যা ব'ল্লেন সেই ভাল। চল আর বিলম্ব ক'রে কাজ নাই। রাত ফর্সা হয়ে এলো। (নেপথ্যে দুই বার কুক্কুট ধ্বনি) ঐ হয়েছে, আর রাত নাই, ধর ধর।

সিরা। জামাল ধর, সকলেই যাচ্ছে!

জামা। (কোমরে চাদ্দর জড়াইতে জড়াইতে) তবে আর দেরি করা নয়, ভোর হয়েছে, ঐ সেই পাগল বৈরাগী ব্যাটা গান গা'চ্ছে। (কামালের প্রতি) কামাল! ধর্ ভাই, একটা মেয়ে মানুষকে নে যেতে আবার আর কেউ কেন? আমরা থাকুতে বাবুরা হাত দেবেন!

[জামাল ও কামাল কর্ত্তৃক শব লইয়া গমন। পশ্চাতে পশ্চাতে অধো- মুখে সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

(নেপথ্যে গান।)

রাগিণী ললিত—তাল জলদ্ তেতালা।

চেতরে চেতরে চিত! এই তো দিন্ ঘুনায়ে এলো।
সারা নিশি ঘুমাইলে আর কত ঘুমাবে বল ॥
মায়াবিনী এই নিশি, আসল্ ঘুম্ পাড়ানী মাসী.
ভোগা দিয়ে সর্ব্বনাশী,
সার কথাটী ভুলিয়ে দিল!
শিষ্ট যারা নিশিযোগে, রয় কি তারা নিদ্রাযোগে?
মন্ রেখে সেই পদ-যুগে,
যোগে ম'জে জেগেছিল।
দুষ্ট লোকে রেতের বেলা, ঠিক্ যেন হয় কলির চেলা,
কেউ চুরি, কেউ কামের খেলা,
খুন্ ক'রে কেউ লুকাইল!

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আবু মোল্লার খেজুর বাগান।

(কনষ্টেবলদ্বয় নুরন্নেহারের শবের পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

প্র, কন। বাবু যে এতক্ষণও আস্‌ছেন্ না ?

দ্বি, কন। উট্‌তে পাল্লে তো আস্‌বেন।

প্র, কন। সে তো আর নতুন নয়।

দ্বি, কন। তাতে কি আর নতুন পুরণ আছে, বেশী মাত্রা হলেই দিন কাবার! আবার যে লক্ষ্মী কাঁদে ভর ক'রেছেন তিনি তো——জানই আর কি!

(কা'স্তে বগলে তামাকু টানিতে টানিতে দুই চাষার প্রবেশ)

প্র, চা। এ গাঁয় আর বাস্তব্বি হয় না। গেল না'-ত্তিরে ধ'রে নিয়ে এই কাণ্ডটা করেছে।—জমীদার বহুৎ আছে, অনেক জমীদারের নামও শুনিছি। এরা যেমন বাবা!

দ্বি, চা। মামুজি, কি নকমে মাল্লে ?

প্র, চা। আমি কি দেখ্‌তে গিছি ?

দ্বি, চা। বুঝিছি বুঝিছি, ও বেটা বড় সয়তান্। বন্দুক হাতে ক'রে ঠিক সাঁজের ব্যালা আমাগার বাড়ীর পাছ কাণাচে ঘুরেই বেড়ায়, ঘুরেই বেড়ায়। পাজ্ দুয়র দে বাড়ীর মদ্দিও আসে, বেটার চা'ল্ চলন বড় খারাপ। মামুজি তুমি শোননি, ঐ সেই দহিন্ পাড়ার জোলা বড় হ্যাকৃমত ক'রে ব'লেহ্যাল। উনি তো তার মেয়াকে দেখে বাড়ীর সাম্‌নেই ঘোরেন্, সে ব'ল্লো হুজুর! দিনে মুনিব ব'লে মান্‌বো, না'ত্তিরে অজায়গায় দেখ্‌লি আর হাকিম ব'লে ন্যাত্ ক'র্ব্বো না।

(ইনিস্পেক্টরের সহিত আবু মোল্লার প্রবেশ)

ও মামুজি ঐ সাএব। (পলাইতে উদ্যত)

ইনি। খাড়া রাও, কাঁহা যাতা হায় ?

প্র, চা। (হুঁকা ফেলিয়া কর-যোড়ে) কর্ত্তা! আমরা কিছু জানিনে।

ইনি। (শবের নিকটে যাইয়া) এ মেয়ে নোকটী কে ? কি হয়েছে ? এ রকমে এখানে প'ড়ে কেন ?

প্র, চা। ম'রে গেছে, শুনিছি খুন হয়েছে।

আবু। ধর্ম্মাবতার আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার মাথায় বাড়ী হয়েছে। হুজুর আমার জাত-কুল-মান সকলি গেল (সক্রন্দনে) হায় আমার কি হবে ?

ইনি। (কনষ্টেবলের প্রতি) তোমরা কি অবস্থায় দেখেছ ?

প্র, কন। এই ভাবেই দেখিছি।

ইনি। লাস্ উল্টাও।

প্র, কন। (ঐ রূপ করিয়া) এই তো দাগ জখম দেখ্‌ছি।

ইনি। কোথায় কোথায় দাগ জখম আছে দেখ।

প্র, কন। হুজুর এই পীটে, পাঁজরে, গালে দাগ দেখা যাচ্ছে। আর অধোদেশ ফুলো আর থান থান রক্ত !

আবু। হায় হায় ! আমার অদৃষ্টে এই ছিল ? (কপালে আঘাত করিয়া) হায় ! খোদায় এই ক'রে এই দেখালে।

ইনি। দুজন কুলি বোলাও।

প্র, কন। ঐ দুই বেটাকেই ডাকি।

ইনি। আচ্ছা লে আও। ডাক্তার সাহেবের কাছে লাস পাঠাতে হবে।

প্র, কন। (দুই চাষাকে ধৃতকরণ) তোদের লাস নে জেলায় যেতে হবে।

প্র, চা। কর্ত্তা আমরা মোসলমান, মরা মানুষ ছুঁতে পার্ব্বোনা।

দ্বি, চা। আমাদের জাত্ যাবে, আমিও পার্ব্বোনা।

প্র, কন। কি ? পার্ব্বিনে, পার্ত্তেই হবে (ঘাড় ধরিয়া) শালা পার্ব্বিনে, উঠাও লাস উঠাও।

দ্বি, চা। না বাবা! মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল, আমরা পার্ব্বোনা, আমাদের জাত্ যাবে, এ কাম আমাদের নয়।

প্র, কন। (মুষ্ট্যাঘাত করিয়া) নে বাঞ্চত লাস নে।

দ্বি, চা। এই নিচ্ছি।

[চাষাদ্বয় লাস লইয়া প্রস্থান।

ইনি। জমীদারের পক্ষের লোক কোথায়?

প্র, কন। হুজুর! তারা ভয়ে আপনার কাছে আস্‌ছেনা। গ্রামে আছে—চলুন।

ইনি। আচ্ছা চল—

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিলাসপুর।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারি।

(মাজিষ্ট্রেট, কোর্টইনিস্পেক্টর, কয়েকজন আসামী, আবুমোল্লা এবং উকীল মোক্তার দর্শকগণ আরদালী প্রভৃতি উপস্থিত।)

মাজি। নেই আমি আর সাক্ষী চাইনে।

কোর্ট, ইঃ। (নিকট যাইয়া) আসামীদের পক্ষের আর কয়েকজন সাক্ষী উপস্থিত আছে।

মাজি। নেই, সাবুদ হুয়া (ফরিয়াদির মোক্তারের প্রতি) টোম্‌রা কুচ সওয়াল হায় ?

মোক্তা। ধর্ম্মাবতার ! (গাত্রোত্থান)

উকি। (আসামীর পক্ষে) ধর্ম্মাবতার—

মাজি। ও হ'টে পারেনা, টুমি আসামীর পক্ষে আছে, টোমার বক্তৃটা শেষে হ'টে পারে। (বাদীর মোক্তারের প্রতি) টোমার আর কি আছ ?

মোক্তা। (স্কন্ধের চাদর বারে বারে নাড়িয়া এবং মোচে তা দিয়া) ধর্ম্মাবতার ! এই মকর্দ্দমা বাদী আবু

মোল্লা প্রজা। আসামী হায়ওয়ান আলী—জমীদার। প্রজা মোল্লার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনা, বলাৎকার করিতে থাকা ও তদ্‌হেতু মিত্যু হওয়ার প্রমাণ হইয়াছে। আর সেই জমীদার, জমীদার, সেই জমীদার আসামী আর কয়েক জন আসামীকে সঙ্গে করিয়া প্রাণ ভয়ে কোথায় পালিয়েছে তার সন্ধান মাত্র নাই। ইহাতে পষ্ট জানাযাইতেছে যে আসামীগণ সম্পূর্ণ রূপে দোষী ও অপরাধী। ধর্ম্মাবতার! খোদাবন্দ! হায়ওয়ান আলী (থু থু ফেলিয়া থুবড়ি) হায়ওয়ান আলী খাঁ জমীদার। মপস্বলে প্রজার হর্ত্তা কর্ত্তা মালিক জমীদার। তাদের আদালত ফৌজদারী জমীদারই নিষ্পত্য করিয়া থাকে—প্রজার পরস্পর বিবাদ নিষ্পত্য হ'ক্ বা নাহক্ আপন নজরের টাকা হ'লেই হ'লো। প্রজারা শাসন ভয়ে মুখে কথা নাই, জমীদার যা বলেন্ কোন মতেই তার অবাধ্যি হ'তে পারে না। জমীদারের অজানিতে কোন মতেই প্রজা বিচারের প্রার্থনায় আদালত আশ্রয় করিলে তখন জমীদার একেবারে অগ্নি-মূর্ত্তি হয়ে তার ভিটে মাটী একেবারে জালিয়ে ছার খার করে। আর ইহাও অপ্রকাশ নয় যে—

মাজি। চুপ চুপ আসল কথা বল—

মোক্তা। খোদাবন্দ ধর্ম্মাবতার এই মোকদ্দমায় জমীদার স্বয়ং আসামী সুতরাং প্রমাণ হওয়াই দায়।

তবে যে হুজুর এতদূর হয়েছে সে কেবল সত্যি ঘটনা ব'লেই হয়েছে, নতুবা গরিবের সাধ্যি কি যে মোকদ্দমা করে। হায়ওয়ান আলী যে চরিত্রের লোক তার প্রমাণ এই দেখুন — (রায় দর্শান) ইতিপূর্ব্বে সাহেব জাদা হাকিমের আমলে এক হিন্দু স্ত্রীকে জবরাণে ধরিয়া এনে সতীত্ব হরণ করেন। ঐ প্রকার কত কুলবালার সতিত্ব নাশ করেছেন ধ্বংস করেছেন নষ্ট করেছেন মাথা খেয়েছেন জাত্‌পাত করেছেন সে আমি বল্‌তে চাইনে। ধর্ম্মাবতার ওদের নিষ্ঠুরতার বিষয় কত প্রমাণ আছে। প্রধান প্রধান হাকিমের রায়েতে প্রকাশ আছে।

(উপবেশন।

উকী। ধর্ম্মাবতার মোক্তার মহাশয় যে এতক্ষণ পর্য্যন্ত ব'কে গেলেন এ মোকদ্দার সম্বন্ধে কি ব'লেছেন, কিছুই বলেন্ নাই। জমীদার এমন করে—জমীদার প্রজার প্রতি দৌরাত্ম্য করে — জমীদার প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করে —সে কথা এ মোকদ্দমায় কিছু মাত্র সংশ্রব নাই, হায়ওয়ান আলী এ মোকদ্দমায় কি করিয়া দোষী ইহতে পারে,—তিনি অতি ধনবান্, বিশেষতঃ বিচক্ষণ ধর্ম্মপরায়ণ, বয়স এ পর্য্যন্ত ৪০ বৎসর হয় নাই। তার দ্বারা এমন কাজ হওয়া কখনই সম্ভব হয় না। কেবল্ মনোবাদ সাধন জন্য এই মিথ্যা নালীশ উপস্থিত হয়েছে। কোন সাক্ষীতেই এমন পষ্ট প্রমাণ দেয় নাই,

যে আমার মক্কেল নুরন্নেহার আওরতকে জবরান বলাৎকার করেছেন, আর সেই বলাৎকারে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়েছে, ফরিয়াদি আবুমোল্লা বড় ফেরেব বাজ।

আবু। (গলবস্ত্রে অগ্রসর হইয়া) ধর্ম্মাবতার আমি নিতান্ত গরিব, আমার সাধ্য কি যে জমীদারের নামে মিছে মোকদ্দমা করি? হুজুর সে—

মাজি। চুপ্ চুপ্ (কোর্ট সবইনিস্পেক্টরের প্রতি) দারগার রিপোর্ট পড়।

কোর্ট ইঃ। (রিপোর্ট-পাঠ আরম্ভ) ফরিয়াদীর স্ত্রী নুরন্নেহার আওরতের মৃতদেহ দৃষ্টে ও সাক্ষী হামছায়াগণের বাচনিক জোবানবন্দীতে ও তমিজদ্দীন আসামীর স্বীকৃত জওয়াবের মর্ম্মে ও তাহার সন্ধানে বাদীর বাস স্থান গ্রামের তালুকদার ১ নং আসামী হায়ওয়ান আলী ও তস্য ভ্রাতা সিরাজ আলী সহিত ঐ গ্রামের আংশিক তালুকদার কাতল মারিয়া নিবাসী লালবিহারী সাহার জমা জমী লইয়া বিবাদ ও মনবাদ হওয়ায় ছায়েল মজকুর ঐ খাঁদিগের আশ্রিত লোক থাকিয়া এদানিক তাহাদের অসম্মতিতে সাহাদের অনুগত ও বাধ্য হওয়ায় হাওয়ান আলী অতি লম্পট ও দুষ্ট স্বভাবের মনুষ্য বিশেষ উক্ত মনোবাদে বাদীকে নির্যাতন ও স্বীয় কুপ্রবৃত্তির সাধন জন্য আপন চাকর ও বাধ্যা-

মুগত ২ হইতে ১৮ নং প্রতিবাদীগণের সহিত জোট বদ্ধ হইয়া অমুক তারিখে অধিক রাত্রে ফরিয়াদীর প্রতিবাদী ২ নং আসামী বাটীর নিকটে থাকিয়া ছায়েলের স্ত্রী প্রস্রাব করার জন্য ঘর হইতে বাহির হইলে তাহাকে বল পূর্ব্বক ধৃত করিলে ঐ স্ত্রী সোর করাতে বাদী প্রভৃতি বাহির হইয়া সোর করায় তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন দ্বারা হটাইয়া স্ত্রী মজকুরার মুখাদি বন্দ করিয়া হতাসাঙ্গে শূন্য ভাবে আপন বাহির বাটীর পূর্ব্ব দ্বারি বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে লইয়া ও মুখ বদ্ধ করিয়া বলাৎকার করা ও নানা মত অত্যাচার করিয়া কষ্ট দিয়া হত্যা করা স্পষ্ট প্রমাণ ও প্রকাশ পাইলেক যে ২ নং হইতে ১০নং আসামীগণ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধি আইনের ৩৫২। ৩৫৪। ৩০২। ৩৭৬ ধারার অপরাধ ক্রমে ধৃত হইয়া ইত্যগ্রে ফৌজদারি আদালতে চালান হইয়াছে ১নং প্রধান আসামী ও ১১ হইতে ১৮ নং আসামীগণ বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করায় অনেক তালাসে এ যাবত তাহাদিগকে প্রাপ্ত না হইয়া স্থানে স্থানে সন্ধানী লোক প্রেরণ করত ধৃত করার পক্ষে যথোচিত চেষ্টা থাকিয়া (এ) ফারাম সহ আবশ্যকীয় সাক্ষীগণকে হুজুরে পাঠানো হইল। আর সিরাজ আলী মজকুব অপরাধী দ্বারায় বাদীর স্ত্রীর মৃত দেহ বাগানে ফেলিয়া রাখা অর্থাৎ দণ্ড বিধি আইনের ২০২ ধারার অপরাধ

করা প্রকাশ ও সে জন্য জামানত থাকাতে তাহার গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্ট প্রচার হওয়ার জন্য কোর্ট ইনিস্পেক্টর মহাশয় দ্বারা প্রার্থনা করিয়া বিদিতার্থ নিবেদিলেক হুজুর মালিক নিবেদন ইতি। সন তারিখ মাস।

মাজি। ডাক্তার সাহেবের সার্টিফিকেট কোথায়?

কোর্ট ইঃ। নথিতেই আছে।

মাজি। (নথি উল্টাইয়া দেখন, কিছু কাল পরে রায় লিখিতে আরম্ভ এবং কোর্ট ইনিস্পেক্টর দ্বারা পাঠ)

কোর্ট ইঃ। হুকুম হইল যে গরহাজিরা আসামীগণের নামে ওয়ারিন করিয়া গ্রেপ্তার হয় আর হাজিরা চালানী আসামীগণকে দায়রা সোপর্দ্দ করা গেল। সন তারিখ মাস।

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—ঃ—
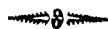
বিলাসপুর জিলার সেসন আদালত।

[দায়রার বিচার।]

(জজ উকীল বারিষ্টার—আসামী সাক্ষী পেস্কার আরদালী জুরীগণ ও দর্শকগণ)

পেস্কা। (জজের নিকটে গিয়া) হুজুর জুরির সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই, এক জন গরহাজির।

জজ। দেখে আস্তে পার।

পেস্কা। (দর্শকগণ মধ্যে এক জনকে সঙ্কেতে ডাকন) আপনি এদিকে আসুন।

দর্শ। (নিকটে যাইয়া) বলুন।

পেস্কা। আপনি জুরি হ'তে পারেন ?

জজ। আপনি কে আছে ?

দর্শ। খোদাবন্দ — আমি — আমি (যোড়হাত) না না খোদাবন্দ কিছু কসুর নাই আমি জলপান খাচ্ছি (বস্ত্র হইতে চিড়ে মুড়কি পতন)

জজ। নেই টোমার জুরি হ'তে হবে।

দর্শক। দোহাই ধর্ম্মাবতার আমার কোন কসুর নাই আমি কিছু ঘা'ট করি নাই, আমি কোষ্টা কিন্তে যাচ্ছি। পথে শুন্‌লেম যে আবুমোল্লার বৌয়ের খুনি বিচার হ'চ্ছে। হুজুর! আমি তাই দেখ্‌তে এয়েছি। ধর্ম্মবতার! ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, আমি আর কিছু জানিনে হুজুর! দোহাই ধর্ম্ম——

জজ। নেই নেই হাম টোমাকো জুরি করেগা। টোমারা ক্যা নাম? (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শিশ দিয়া তুড়ি এবং ভঙ্গি করিয়া নৃত্য)

দর্শ। (সক্রন্দনে) হুজুর দেশের মালিক, যা মনে করেন, তাই ক'র্ত্তে পারেন, কিন্তু আমি কিছুই জানি না।

জজ। (ব্যঙ্গ ভঙ্গিতে) তোমরা নাম ক্যা হায়?

দর্শ। (সরোদনে করযোড়ে) আর্‌জান বেপারি হুজুর! খোদাবন্দ —

জজ। টোম্ ঐ চেয়ার মে বয়ঠো।

আর। (বেগে পলায়নোদ্যত)

জজ। পাকোড় পাকোড়। (আরদালী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া চেয়ারে বসান)

আর। (চেয়ারের এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া) হুজুর! আমি কিছু জানি না, সকলকে জিজ্ঞাসা করুন আমি কিছু জানি না।

জজ। চুপরাও।

আর। এই বারই গেলুম। (নিস্তব্ধ)

(বিচার আরম্ভ।)

পেস্কা। (জজ সাহেবের নিকট করযোড়ে) হুজুর ছাপাই সাক্ষী আরো দুজন আছে।

জজ। লে আও ?

পেস্কা। (আরদালীর প্রতি)জিতু মোল্লা সাক্ষীকে ডাক।

(আদালতের বিতীমতে আরদালীর দ্বারা তিনবার ফোকরানো।)

(ঢিলে পা জামা, শাদা চাপকান পরা, মাথায় পাকড়ি, তস্‌বি গলায়, হাতে যষ্টি, বৃদ্ধ জিতুমোল্লার প্রবেশ এবং হলফ পাঠ।)

জিতু। আমার নাম জিতু মোল্লা, বাপের নাম ফেদু মোল্লা, বয়েস ৬০। ৭০ বৎসর, মোল্লাকি ব্যবসা।

জজ। মোল্লাকি কি ?

জিতু। কোরাণ প'ড়ে আমার মুরিদকে শোনাই, দুটো আহেরর কথা কৈ যাতে দিন দুনিয়ার ভালই হবে ! বিয়ে সাদীর কলমা পড়াই, মানিক পিরের সিন্নি ফয়তা দেই, আর মুরগী জবাই করি। হুজুর ! এই সকল কাজ আমার —

ব্যারি। (গাত্রোত্থান করিয়া) টুমি এ মকর্দ্দমার কি জানে ?

জিতু। হুজুর আমি আবু মোল্লার কুটুম। যে দিন এই মামলার বাত কত্তেছে, আমি সে দিন আবুমোল্লার খানকা ঘরে ব'সে সারারাত আল্লা আল্লা করে জেহীর করেছি ; নামাজ পড়েছি। আমি রাত্রে ঘুম পাড়ি না।

জজ। টুমি ঘুম পড়োনা তবে কি কর ?

জিতু। সারা রাত জেগে আল্লার কাছে রোনা পিট্না করি।

বারি। নেই। ওবাত নেই, টুম কুচ্ গোলমাল শোনা হ্যায় ?

পেস্কা। হাকিম জিজ্ঞাসা কর্চ্ছেন সে রাত্রে তুমি কোন গোলমাল শুনেছিলে ?

জিতু। সে রাত্রে কোন গোল হয় নাই। এ সকল কেবল মিছে ক'রে আবু মোল্লা এদের বাদিয়েছে।

বারি। টুম মকামে গেয়া ?

জিতু। জোনাব ! গেছ্লাম। আমি চার বার অজ করেছি।

বারি। মোল্লার জরু কি রকমে মরেছে টুমি তার, কিছু জানে ?

জিতু। জান্বোনা ক্যা ? আবুই মার্তে মার্তে একেবারে খুন করেছে।

বারি। আবু কেঁও মারা ?

জিতু। ও নাহি কার সঙ্গে কথা কৈল।

বারি। হায়ওয়ান আলী কেমন লোক আছে—

জিতু। (তসবি কপাল চুল্‌কাইয়া মাথা নাড়িয়া) আহা অমন লোক দুনিয়া জাহানে আর নাই! বড় দিনদার, বড় দাতা ; মক্কায় যাইবার সময় আমায় পঞ্চাশটী টাহা দেয়।

বারি। হায়ওয়ান আলী নুরন্নেহারকে মারিয়াছে ?

জিতু। (দুই গালে হাত দিয়া) তোবা তোবা তোবা! সে কি এমন কাজ ক'র্ত্তে পারে তা কহনো হবার নয়।

বারি। আচ্ছা তুমি যাও।

[কলম ছুঁইয়া জিতুর প্রস্থান।

(নামাবলি গায়, কৌপিন এবং বহির্ব্বাস পরিধান, সর্ব্বাঙ্গে তিলক ছাপা, হস্তে গলে তুলসীর মালা, কণ্ঠে কুঁড়জালী, কক্ষে ঝুলি, হরিনাম জপ করিতে করিতে দ্বিতীয় সাক্ষী হরিদাসের প্রবেশ এবং পূর্ব্বমত হলফ্‌ পাঠ)

হরি। আমার নাম হরিদাস, পিতার নাম ঠাকুরদাস; বয়স ৪০।৫০ বৎসর। আমি বৈরাগী, ভিক্ষা করি।

বারি। আবুমোল্লার স্ত্রীকে কে খুন ক'রেছে টুমি কিছু জানে ?

হরি। (মালা টিপিতে টিপিতে) রাধেকৃষ্ণ! আমি কিছুই জানি না।

বারি। কিছু শুনিয়াছে ?

হরি। শুনেছি হুজুর।

বারি। ক্যা শোনা হ্যায়।

হরি। হরিবোল! হরিবোল! শুনেছি আবুমোল্লাই মেরে ফেলেছে। উঃ কি পাপিষ্ঠ!! হরিবোল হরিবোল!

বারি। আবু মোল্লা কেমন লোক ?

হরি। হুজুর সে বড় ফরাববাজ, এক দিন আনি—

জজ। তুমি কি ? ফেরেব করিয়াছে (উচ্চ হাস্য করিয়া পূর্ব্ববৎ তুড়ি ও শীশ দিয়া নৃত্য এবং ইংরাজি গান করিয়া দর্শকগণের প্রতি দৃষ্টিকরত হাস্য পূর্ব্বক উপবেশন) তুমি—এক দিন তুমি কি ?

হরি। হুজুর! এক দিন আমি ভিক্ষা ক'র্ত্তে ওদের বাড়ীতে গেছিলুম। ফাকি দিয়ে আমার ঝোলা দেখি ব'লে কেড়ে নিয়ে চালগুলো ঢেলে নিলে; শেষে ঝোলাটা পায়ে প'ড়ে চেয়ে নিলুম। ও বেটা বড় ফেরেববাজ ওর জ্বালায় গাঁয়ের লোক জ্বলে ম'ল। রাধেকৃষ্ণ! রাধেকৃষ্ণ!

বারি। মোল্লার স্ত্রীর চরিট্র কেমন ছিলে ?

হরি। (দুইকানে হাত দিয়া) রাধেগোবিন্দ!

আমার মুখ দিয়ে সে কথা বেরোবেনা—(দীর্ঘ নিশ্বাস) মেরে ফেলেছে কি জন্য—দীনবন্ধু !

বারি। এই আসামীরা কেমন লোক ?

হরি। বড় ভাল মানুষ। আর সেই জমীদার বড় লোক, বড় ধার্ম্মিক, গরিব লোকের প্রতি তাঁর ভারি দয়া ! আমার বৈষ্ণবী যখন খাঁ সাহেবের বাড়ীতে যান তিনি কাপড় টাকা পয়সা চা'ল দয়া ক'রে দিয়ে থাকেন।

বা, উ। তোমার বৈষ্ণবীর নাম কি ?

হরি। কৃষ্ণমণী।

বা, উ। হুজুর সেই কৃষ্ণমণী—

জজ। হাঁ হাঁ। আমি জানে।

(ডাক্তার কনিংহ্যাম সাহেবের প্রবেশ)

জজ। How are you ?

ডাক্ত। Thanks ! Quite well.

জজ। Please take your seat. How is MRS. CUNINGHAM ? I have not seen her for a long time. (মৃদুস্বরে) More than six months.

ডাক্ত। Thanks ! she is in delicate state and this is the seventh month.

জজ। Oh ! (ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে অধোবদনে লিখনীতে দন্তাঘাত) Do you like to go soon ?

ডাক্ত। Yes ; she is alone.

জজ। (আসামীর বারিষ্টারের প্রতি) DR. CUNINGHAM is in hurry and I think it is better to take his deposition first.

বারি। Yes ; I have no objection.

বা, উ। (দণ্ডায়মান পূর্ব্বক) হুজুর! হরিদাস সাক্ষীর প্রতি আমার সওয়াল আছে ?

জজ। Wait, wait. (ঈষৎ ক্রোধে) Baboo can't you wait (মৃদুস্বরে) natives ? Let me take DR. CUNINGHAM'S depositions first.

(বাদীর উকীল নিঃশব্দে চেয়ারে উপবেশন)

(ডাক্তার সাহেবের হস্তে জজের বাইবল দান)

ডাক্ত। (বাইবেল চুম্বনপূর্ব্বক) My name is F. B. CUNINGHAM ; aged 72 years. I am the G. Surgeon of Bensaff District. I made the port-mortem examination of the body of Nooren-nehar, a healthy good ooking woman, aged about twenty years, sent by the Officer in charge of Dhurmoshala police Station. No marks of external violence except on the genetal, profuse discharge of blood from the said part ; the lungs highly conjected on digesting away the skin of the throat extravasation of blood observed, all other organs found healthy. (ত্রস্তভাবে) In my opinion she must have died of sanguineous apoplexy of the brain.

জজ। (মৃদুস্বরে) Must be brain disease ; (বাদীর উকীলের প্রতি) টোমার কুছ সওয়াল আছে ?—

বা, উ। ডাক্তার সাহেব জবানবন্দী দিলেন ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হ'চ্ছে যে স্ত্রীলোকটীর অধোদেশ হইতে রক্ত নির্গত এবং গলার চর্ম্মের নীচে রক্ত জমা হইয়াছিল, ঐ সকল কারণে কি " ব্রেণ ডিজিজে " মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা।

জজ। হাঁ। কেন না হোবে ? ডাক্তার সাহেব কহিতেছেন ; হোবে হোবে।

বা, উ। হুজুর একবার ডাক্তার সাহেবকে ঐ সওয়ালটা জিজ্ঞাসা করা উচিত।

জজ। (বিরক্তি সহকারে মৃদুস্বরে) ছুট্। (ডাক্তার সাহেবের প্রতি) Is it possible that profuse discharge of the blood from the vagina and extravasation of blood beneath the skin of the throat, produced sanguineous apoplexy of the brain ?

ডাক্ত। (উচ্চহাস্য পূর্ব্বক) হা হা হা ! If fever can produce enlargement of the spleen, then why not the sof of blood will produce sanguincons apoplexy of the brain ?

জজ। আর কিছু সওয়াল আছে ?

বা, উ। হুজুর আমরা মেডিকেল সায়েন্স ভাল বুঝিনা। আর কোন সওয়াল নাই ? (উপবেশন)

জজ। (বারিষ্টরের প্রতি) Have you anything to ask DR. CUNINGHAM ?

বারি। (সাশ্চর্য্যে) To whom ? To DR. CUNINGHAM ?

জজ। Yes.

বারি। Certainly not ; he is perfectly right.

জজ। (ডাক্তারের প্রতি) Then you can go ; give my compliments to Mrs. CUNINGHAM.

ডাক্ত। Thanks !

[প্রস্থান।

বারি। (হরিদাসের প্রতি) তুমি কোন্ কোন্ তীর্থ দেখেছ ?

হরি। গয়া, কাশী, পেঁড়ো আর কত তার নামও জানিনে।

জজ। (ইষৎ হাস্য পূর্ব্বক) টুমি লিখাপড়া জানে ?

হরি। নাম সই ক'র্ত্তে পারি।

জজ। আচ্ছা দস্তখত কর।

[নাম সই করিয়া হরির প্রস্থান।

জজ। (বাদীর উকীলের প্রতি) বাবু আপনি এইক্ষণে বক্তৃতা করুন।

[পাঁচ মিনিট কাল উকীলের বাঙ্গালা বক্তৃতা]

[পোনের মিনিট কাল বারিষ্টারের ইংরাজি বক্তৃতা]

আবু। দোহাই ধর্ম্ম অবতার—আমার প্রতি বড় অন্যায় হয়েছে—বড় দৌরাত্ম্য হয়েছে।

বারি। টুম চোপরাও।

আবু। আমার বাড়ী ঘর সব গিয়েছে, জাত্ও গেছে হুজুর; আমার কিছুই নাই; (ক্রন্দন) আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

জজ। চুপ্রাও!

আবু। দোহাই ধর্ম্ম অবতার! আমার প্রতি বড় অন্যায় হয়েছে—আমি নিতান্ত গরিব।

জজ। চুপ্রাও! (কিঞ্চিৎ পরে জুরিদিগের প্রতি) Is this case guilty or not?

জুরি। (যথাস্থানে এক ঐক্য হইয়া) Not guilty.

বারি। (হো হো শব্দে হাস্য পূর্ব্বক পুস্তকাদি টেবিল হইতে হস্তে করণ এবং জজের একটু খোসামদ)

জজ। (রায় লিখিতে আরম্ভ ও ক্ষণকাল পরে দণ্ডায়মান হইয়া) ডিস্ মিস্—আসামীগণ খালাস (হাতে তুড়ী দিয়া নৃত্য)

বারি। (হাস্য করিয়া)সেকৃহেণ্ড।

পট ক্ষেপণ।

(নটীর প্রবেশ)

নটী। (স্বগত) হায় হায় একি হলো ? হা ভগবন্ তুমি কোথায় ? হায় হায় এ জগতে অর্থই সকল দোষের মূল !

হায়রে পাতকি অর্থ ! তোর লাগি ভবে—
সুধু তোর লাগি ঘটে যত অত্যাহিত !
অবলা অমূল্য রত্ন সতীত্ব রতন,
হরিল দুর্ম্মতি পাপ পাষণ্ড বর্ব্বর
জমীদার ! ধর্ম্মাসনে হলোনা বিচার !
কারে কই মনোদুঃখ কারে বা জানাই
এ বারতা ? শোক সিন্ধু উথলিছে মনে—
কারে বা জানাই ? কেন কেন এ জিজ্ঞাসা ?
দুজন জিজ্ঞাসা-পাত্র সম্মুখে আমার—
জানাইব তাঁরে যিনি সর্ব্ব নেত্রবান্,
সর্ব্বদর্শী মহেশ্বর, জগত-কারণ,
সর্ব্বময় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বশাস্তা বিভু
ত্রৈলোক্য-ঈশ্বর যিনি, পরম ঈশ্বর—
অনুগত ধর্ম্ম যাঁর সদা আজ্ঞাবহ,
তাঁরে বিজ্ঞাপিব শোক মনে যত আছে—
এই ভাবে জিজ্ঞাসিব কহ কহ দেব,
হবে না কি দরিদ্রের এ দুঃখ মোচন ?
রবেনা কি অবলার সতীত্ব রতন ?

আরো বিজ্ঞাপিব শোক কান্দি তাঁর কাছে,
ঈশ্বর-প্রসাদে যিনি ভারত-ঈশ্বরী,
যাচিব কেবল ভিক্ষা ডাকি বার বার,
কর মা কর মা দীনে কর মা নিস্তার।

সঙ্গীত।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

কাতরে ডাকিমা তোরে শুনমা ভারতেরশ্বরি!
অবিহিত অবিচারে আর বাঁচিনে মরি মরি॥
থাক মা সাগর পারে, কভু না হেরি তোমারে,
রক্ষ মা প্রজা কিঙ্করে, বিনয়ে মিনতি করি।

অবলা সরলা সতী, তাহে ছিল গর্ভবতী,
সে সতীর এ দুর্গতি, উহু মরি মরি!
সবল দুর্ব্বল পরে, হেন অত্যাচার করে?
রক্ষ মা দীন প্রজারে, মা তোমার চরণে ধরি॥

দয়া মমতা পালিনী, প্রজার দুঃখ বিমোচিনী,
দীন দুঃখ-নাশিনী, মা তুমি শুভঙ্করী,—
জননী বলিয়ে ডাকি, শুন সিন্ধু পারে থাকি,
করুণা কটাক্ষ রাখি, তার মা ভারতেশ্বরী॥

(নটের প্রবেশ)

নট। প্রিয়ে! আর দুঃখ ক'ল্লে কি হবে? আমাদের কথা কে শুনে? আর কেইবা আমাদের দুঃখে দুঃখিত হয়?

হায়! চ'কের উপর এমন অন্যায় হলো? হায়! হায়!
দিনে দুপরে ডাকাতি হলো! দীনহীন প্রজার ধন মান
প্রাণ পর্য্যন্ত গেল, তার প্রতিশোধ কিছুই হলো না!
ক্ষণকাল চিন্তা) যাক্ আমাদের আর সে কথায় কায
নাই! আমাদের কথায় কেবা কান দেয়?

নটী। বলেন কি? আমাদের এ কান্না কি কেউ শুন্‌বে
না। গরিবের প্রতি কি কেউ নজর কর্‌বেন না?

(দীনবেশে ক্রন্দন করিতে করিতে আবুমোল্লার
প্রবেশ।)

নট। আবার কি হয়েছে? উঃ! কি ভয়ানক!

আবু। আমার সর্ব্বনাশ তো হয়েইছে—হায়ওয়ান
আলী মোকদ্দমা জিতে আমার বাড়ী ঘর ভেঙ্গে চুরে
খানে ওয়ারাণ ক'রে ফেলেছে। আমার আর দাঁড়াবার
লক্ষ নাই। (ক্রন্দন) হায় হায়! আমার ধন মান
প্রাণ সকলি গেল, বিষয় সম্পত্তি যা কিছু ছিল সকলি
লুটে নিয়েছে। আমায় গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—
আমার অন্ন বস্ত্র কিছুই নাই! (ক্রন্দন)

নট। কি নির্দ্দয়!! কি নিষ্ঠুর!!!

নট নটী। (উভয়ের দুঃখিত স্বরে সঙ্গীত)

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

কবে পোহাইবে ভবে এই দুঃখ বিভাবরী।
উপায় না হয় ভেবে নিয়ত ভাবনা করি ॥
কবে দেব দিবাকর, বিকাশিয়ে সুখকর,
নাশিবেন তম ঘোর, ঘোর অন্ধকার হরি ?
ওহে বিপদ বারণ, কর বিপদে তারণ,
তম কর নিবারণ নিবেদন করি ;—
তুমি দেব সর্ব্বময়, কাতরে করুণাময়,
নাশ কর দীন ভয়, শ্রীপদ কমলে ধরি ॥

যবনিকা পতন।